চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ৬ পৌষ – ১২ পৌষ, ১৪৩০ ঃ ২৩ ডিসেম্বর – ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 9, 23 December - 29 December, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মথুরায় শাহী ইদগা মসজিদ কৃষ্ণ জন্মভূমির উপর

তৈরী হয়েছে কিনা তার সমীক্ষা করতে নির্দেশ দেয় এলাহাবাদ হাই কোর্ট। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেলে তা খারিজ হয়ে গেল।

রবিবার : রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে বাম

জমানার ট্রাডিশন বজায় রেখে তৃণমূল আমলেও নিজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। বেশি নির্ভরশীল কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর।

সোমবার : দশ বছর পর আদালতের নির্দেশে উচ্চ প্রাথমিকে

নিয়োগের ক্ষেত্রে কাউন্সিলিং শুরু হলেও স্কুল নির্বাচনে অনিয়মে ফের অভিযুক্ত নিয়োগ দুর্নীতিতে কালিমালিপ্ত এসএসসি। নির্বাচিত স্কুলে গিয়ে দেখে গেল সেই বিষয়ে শূন্য পদই নেই।

মঙ্গলবার : নতুন চেহারায় ২০২৩ কেও ছুঁয়ে ফেললো

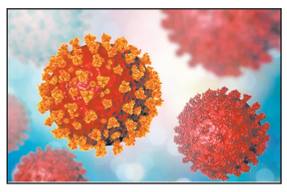

করোনা। নয়া ভ্যারিয়েন্ট জেএন ২-এ আক্রান্ত হয়ে কেরলে প্রাণ গেল একজনের। বাড়ছে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা। কেন্দ্র সতর্ক করেছে রাজ্যগুলিকে।

বুধবার : আশঙ্কা সত্যি করে রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বর্তমান অফিস সল্টলেকের অরণ্য ভবনের অফিস ও নবম তলায় মন্ত্রীর ঘরে হানা দেয় ইডি। বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বৃহস্পতিবার: বহিস্কৃত বিরোধী সাংসদদের অনুপস্থিতিতেই সহজেই

পাশ হয়ে গেল নয়া দন্ডবিধি। ১৫০ বছরের পুরোনো ব্রিটিশ পুলিশ আইন সরাতে সংসদে পেশ হয় নবরচিত ন্যায় সংহিতা। স্বাধীন ভারতে দিনটি মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

শুক্রবার : জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চের রজৌরিতে দুটি সেনা

গাড়ির উপর জঙ্গী হামলায় শহীদ হলেন চার সেনা জওয়ান। আহত আরও তিন। বুধবার থেকেই এখানে চলছে জঙ্গী দমন অভিযান।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ব্রিটিশ শাসনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল সংসদে

পুলিশের চেনা মুখ বদলাবে কি

ওঙ্কার মিত্র

ব্রিটিশ শাসনের শেষ চিহ্নটি মুছে সদ্য শেষ হওয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দুদিনে সাবালক হল ভারতের স্বাধীনতা। খুব সহজে পাস হয়ে গেল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ বিল যা ব্রিটিশের তৈরি ১৮৬০ সালের চলমান পুলিশ আইনকে সরিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে ভারতের প্রশাসনে। সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় ১৫০ বছরের পুলিশ আইনকে স্বাধীন ভারতের আধুনিক আইনে পরিণত করার কৃতিত্ব দাবি করেছেন। বর্তমান ভারত সরকার এর আগেও তিন তালাক বিলোপ, ৩৭০ ধারা বিলোপের মতো ঐতিহাসিক কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যাকে ভারতবাসী দুহাত তুলে স্বাগত জানিয়েছে। এবারেও এই দিন দুটি

স্বাধীন ভারতের সংসদে মাইলস্টোন হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে রইল। তবে ন্যায় সংহিতার ন্যায় ভারতবাসীর জীবনে সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা তা বলবে ভবিষ্যৎ। এতো আশার মাঝে এই নিরাশার জন্ম হচ্ছে ভারতবাসীর জীবন যন্ত্রণার মধ্যে। ভারতবাসী জানে পুলিশ মানে এফআইআর না নেওয়া, নিজেদের ইচ্ছা মতো কেস সাজিয়ে অপরাধীকে আড়াল করা বা অভিযোগকারীকে হয়রান করা, শাসকদলের রাজনীতিকদের পদলেহন করা, থানার ভিতরে বাইরে ঘুষ খাওয়া, সাধারণ মানুষকে চমকে-ধমকে ভয় দেখানো। এই ন্যায় সংহিতা বিল যদি এইসব বাস্তব যন্ত্রণা থেকে পুলিশকে মুক্ত করতে না পারে তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ বাগাড়ম্বরে পরিণত হবেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফুটপাথবাসীদের আশ্রয় নিবাস অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা মহানগরস্থিত বস্তিবাসীদের জন্য আশ্রয় নিবাসের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু যে সংস্থা এই আশ্রয় নিবাস গুলি পরিচালনা করছে তারা ফুটপাথবাসীদের বদলে টাকার বিনিময়ে অন্য লোকেদের থাকার ব্যবস্থা করছে। যা এক কথায় অনুচিত।

কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে পৌর মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবে বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি সরকারি অধীনে হোম পরিচালনা

করে, তাদেরকেই এই আশ্রয় গুলির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তারা যদি দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক হয়, তখন আশ্রম গুলির পরিচালনার দায়িত্ব হোম চালাবার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনও এনজিও-কে দেওয়া দরকার। নজর রাখতে হবে যাতে পরিচালন সংস্থার সঙ্গে আশ্রয়' বসবাসকারীদের কোনও আর্থিক লেনদেন না হয়। বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্ন, কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে কত গুলি আশ্রয় নিবাস আছে। এবং তার পরিচালনার দায়িত্বে কারা আছে? কারণ আমার মনে হয়, যতদূর সম্ভব, কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়েরও এবিষয়ে একটি অর্ডার আছে। পৌর কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ করেন বিশ্বরূপবাবু। কারণ, কখনও না কখনও এটা কনটেম্পট অফ কোর্টে'র মধ্যে চলে যেতে পারে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ইঁট ভাটায় নজরদারির অভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট থানার ইঁট ভাটায় বুধবার সন্ধ্যায় চুল্লিতে আগুন ধরানোর সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ১৫০ ফুটের চিমনিটি। আর সেই ধ্বংস স্তূপে চাপা পড়েন বহু শ্রমিক। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃতদের নাম হাফিজুল মণ্ডল, জেঠুরাম, রাকেশ কুমার এবং ভাটার জনৈক অংশীদার অসিত ঘোষ। এদের মধ্যে জেঠুরাম ও রাকেশ কুমার উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদের বাসিন্দা বলে, সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। আহত প্রায় ৩৫ জন শ্রমিককে স্থানীয় বসিরহাট হাসপাতালে পাঠানো হলে আশঙ্কাজনক পাঁচজনকে আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় বলে বসিরহাট হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়।

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, বসিরহাটের ইটিণ্ডা থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত ইছামতী নদীর পাড় বরাবর প্রায় শ'খানেক ইঁটভাটা রয়েছে। এদিনের বিস্ফোরণের এই ঘটনায় সরাসরি উঠে এল শ্রমিকদের জীবন সুরক্ষার প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞ মহলের অভিযোগ মূলত ইছামতী নদীর বুকে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দিয়ে চড়া তৈরি করা হয়। সেই চড়ার পলি কেটেই ইঁট তৈরির মাটি জড়ো করা হয়। মূলত এই মাটিই ইঁট তৈরির উৎস। এদিন যে ইঁটভাটায় দুর্ঘটনাটি ঘটে সেটির নাম হীরা ভাটা। এই ভাটা বছরখানেক বন্ধ থাকার পর হাতবদল হয়ে কৃষ্ণা ভাটায় রূপান্তরিত হয়। এদিন নতুন করে ভাটা চালু করতে গেলেই এই বিপত্তি ঘটে বলে প্রাথমিক তদন্তে দাবি।

এদিন বিস্ফোরণের খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট থানার পুলিশ ও দমকলবাহিনী। পুলিশ সাথে সাথেই সমগ্র ঘটনাস্থলকে ব্যারিকেড করে ঘিরে ফেলে, যাতে বিস্ফোরণের কোন সূত্র লোপাট না হয়। তাদের ধারণা চিমনিতে কোনও বিস্ফোরক পদার্থ না থাকলে এ ধরনের বিস্ফোরণ সাধারণত হয় না। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি পুরো বিষয়টি তদন্তের আশ্বাস দেন। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে আসে ফরেনসিক দলও।

এরপর পাঁচের পাতায়

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবক কে গ্রেপ্তার করল ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে তালদি পঞ্চায়েতের শিবনগর এলাকায়। ধৃত যুবকের নাম সাহরুখ সরদার। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলা হয় ক্যানিং থানার পুলিশের তরফে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,কয়েকদিন যাবৎ ক্যানিং থানার পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পায় তালদি শিবনগর এলাকায় এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই তদন্তে নামে ক্যানিং থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং থানার পুলিশ অফিসার ইজাজ আহমেদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী তালদি এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে সাহরুখ নামে ওই যুবককে। পাশাপাশি ধৃত যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র। কোথা থেকে এমন আগ্নেয়াস্ত্র এনেছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে বিগত দিনে অসামাজিক কাজকর্মের একাধিক অভিযোগ রয়েছে পুলিশের খাতায়।

মুম্বাই এটিএস তুলে নিয়ে গেল বাংলার যুবককে

পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া হয়ে উঠছে

কুনাল মালিক

কিছুদিন আগেই গোটা দেশ দেখেছে সংসদ হামলার মূল চক্রী ললিত ঝাকে দিল্লি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই ললিত ঝা বাংলায় থাকত, বাংলায় খেত, এনজিও করত, সেই সঙ্গে দেশ বিরোধী কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকত। সংসদ হামলার চক্রান্ত করেছিল বাংলা থেকেই। সম্প্রতি মুম্বাই অ্যান্টি টেরারিস্ট স্কোয়ার্ড পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে মুক্তা মাহাত নামে এক যুবককে পাকড়াও করে ট্রান্সজিট রিমান্ডে মুম্বাই নিয়ে গেছে। এই যুবক আগে মুম্বাইয়ে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যায়। ওখানে দেশ বিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। রাজ্যে ফিরে সে দেশের নৌসেনা সহ বিভিন্ন পোর্টের নথি-তথ্য বিদেশে লোপাট করত। পাকিস্তান, প্যালেস্তাইন, ইরাকে তথ্য পাঠাত। কিছুদিন আগে মুম্বাই পুলিশ এক জঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জেরা করে বাংলার এই যুবকের খোঁজ পায় মুম্বাই এটিএস। এই যুবক কালিয়াগঞ্জের একটি অনলাইনের দোকান থেকে বিদেশে তথ্য পাচার করত। মুম্বাই এটিএস দীর্ঘদিন ধরে ঐ যুবকের ওপর গোপনে দৃষ্টি রাখছিল। সূত্রের খবর ঐ যুবকের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ঢুকছে। এ রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর বা স্থানীয় থানা প্রশাসন ঐ যুবকের ব্যাপারে কিছুই জানত না। শুধু এই ঘটনাই নয় হামেশাই এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে সন্ত্রাসবাদী এবং দেশ বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িতদের ভিন রাজ্যের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কখনো রাজস্থান, গুজরাট, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের পুলিশ এ রাজ্য থেকে সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। কখনো পাকিস্তানি এএসআই বা বাংলাদেশী জামাত সন্ত্রাসীদের এ রাজ্যে ধরা পড়তে দেখা গেছে। দিন দিন পশ্চিমবঙ্গ যেন সন্ত্রাসবাদীদের ও দেশ বিরোধী কার্যকলাপের সেফ জোন বা আখড়া হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যের পুলিশ বা গোয়েন্দা দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে বারে বারেই প্রশ্ন উঠেছে। বর্ধমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মাঝে মধ্যেই বিস্ফোরণের ঘটনা উঠে আসছে সংবাদের শিরোনামে। প্রশ্ন উঠেছে বাংলা কি তাহলে অগ্নিস্তূপের ওপর বসে আছে? পুলিশ, গোয়েন্দা দপ্তর সহ বিএসএফ আরো সতর্ক ও তৎপর না হলে আগামী দিনে হয়তো বাংলার জন্য আরো কোন বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।

তৃণমূলের নতুন সভাপতি বাছাই নিয়ে ক্ষোভ

বিষ্ণুপুর-২

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নবকুমার বেতালকে তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্বতন সভাপতি চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার সহ দলের একাংশ কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। গত ১৭ ডিসেম্বর বিদ্যানগরে নবকুমার বেতাল এক সভা ডেকে ছিলেন। সেই সভায় এলাকার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, প্রাক্তন সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্য চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, সমিতির সভাপতি লিপিকা সামন্ত, জ্ঞানানন্দ সামন্ত সহ এক ঝাঁক তৃণমূলের নেতৃত্ব অনুপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার এই প্রসঙ্গে বিস্ফোরক সব মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন ঐ সভাটা সম্পূর্ণ অবৈধ। জেলার সভাপতি আমাকে কিছু জানায়নি। সওকাত মোল্লা একদিন রাতে ফোন করে বলেন, এমপি সাহেব নবকুমার বেতালকে সভাপতি করেছেন। আমাদের বিধায়ক, এমপির আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে ফোন করেছিলেন, তিনি বলেছেন, বেতালকে সভাপতি করা হয়নি, কিছু কাজ দেখতে বলা হয়েছে। সওকাত মোল্লা বিষ্ণুপুরের পুরনো প্রতিষ্ঠিত তৃণমূলীদের হেয় করতে চাইছেন। অনেককেই ধমকাচ্ছে চমকাচ্ছে। উনি শুধুমাত্র একজনকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে আমি দল করি। উনি তো ২০১১ সালে দিদি ক্ষমতায় আসার পর দলে এসেছেন। আগে ক্যানিং-২এর পঞ্চায়েত সমিতির সিপিএমের সভাপতি ছিলেন। চিত্ত বাবু আরো বলেন, উনি নাকি ঐ সভাতে অনেকের উদ্দেশ্যে 'গদ্দার' বলেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বনগাঁয়

মতুয়া মন্দির নির্মাণ ঘিরে রাজনৈতিক চাপান উতোর

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুর নগরে মতুয়াদের পীঠস্থান ঠাকুরবাড়ির কথা সকলেরই জানা। এবার বনগাঁয় বাংলাদেশের ওড়াকান্দির আদলে বনগাঁ পুরসভার সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে মতুয়া মন্দির। সেই উদ্দেশ্যে ওড়াকান্দি থেকে আনা হল মাটি এবং কামনা সাগরের জল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বনগাঁ পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ওড়াকান্দির হরিপদ গুরুচাঁদ মন্দিরের আদলে তৈরি হতে চলেছে মতুয়া মন্দির। বুধবার সকালে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠের হাতে এই মাটি এবং জল তুলে দেওয়া হয়। জানা যায়, কিছুদিন আগে বনগাঁ দেবগড়ের বাসিন্দা এক যুবক ওড়াকান্দি গিয়ে এই মাটি আর জল নিয়ে আসেন। এদিন সকালে এই মাটি আর জল নিয়ে রীতিমত শোভাযাত্রা করে দেবগড়ে আনা হল সেগুলি। যুবকটি বলেন, 'বাংলাদেশের ওড়াকান্দির পূণ্যভূমি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর

বাড়ির মাটি আর কামনা সাগরের জল নিয়ে আসি। ঠাকুরনগরে তো আমাদের ঠাকুরবাড়ি আছেই। এবার বনগাঁ পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডেও তৈরি হবে আর একটি মন্দির।' এ প্রসঙ্গে বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, 'বনগাঁর বুকে আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন। আজ ওড়াকান্দির হরি ঠাকুরের সমাধির মাটি এবং কামনা সাগরের জল দিয়ে আমাদের বনগাঁর ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ওড়াকান্দির আদলে একটা মতুয়া মন্দির পুরসভার সহযোগিতায় তৈরি করতে চলেছি। এই ওয়ার্ডে প্রায় একশো শতাংশ মতুয়াদের বাস। এখানে ওড়াকান্দির আদলে একটি মতুয়া মন্দির তৈরির দাবি ছিল তাদের দীর্ঘদিন ধরে। তাদের সেই দাবিকে মর্যাদা দিতেই আমাদের এই উদ্যোগ। আজ তারই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হচ্ছে।'

এদিকে নতুন বছরের প্রায় গোড়ার দিকেই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন। ঠিক তারই প্রাক্কালে মতুয়াদের নিজের দিকে টানতে চাইছে সব রাজনৈতিক দল। এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। বনগাঁ পুরপ্রধানের উদ্যোগে শাসকদলের তরফে এই মন্দির তৈরি ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এ প্রসঙ্গে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'তৃণমূল মতুয়াদের নিয়ে নতুন নাটক করছে। মন্দির তৈরি হচ্ছে, এটা খুবই ভাল। কারণ আমরা চাই প্রত্যেক জায়গায় মন্দির তৈরি হোক। কিন্তু তৃণমূলের এইসব ভুঁইফোড় নেতারা এইসব নতুন নাটক করছে মতুয়া ভোট পাওয়ার জন্যে। এ ব্যাপারে আমি বলতে চাই মতুয়ারা আগে বিজেপির সঙ্গে ছিল, আগামী দিনের থাকবে। এদের নাটক সবাই বুঝে গিয়েছে। এরা যে ধর্মীয় সমীকরণে চলে মানুষ তা বুঝে গিয়েছে। ২০১৯-এ মানুষ এদের প্রত্যাখ্যান করেছে, আগামী ২৪শেও করবে।' পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সজল দে বলেন, 'যে কোনও ধর্মের মানুষ তার ধর্মের প্রতি আস্থা রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু বলার নেই। আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে। আমরা কোনও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিতে চাই না। তবে ধর্মীয়ভাবে প্রভাবিত করার জন্যে বিজেপি তড়িঘড়ি করে যে রামমন্দির তৈরি করছে, জানুয়ারি মাসেই তার দ্বারোদ্ঘাটনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা তো হিন্দুধর্মের মানুষ। যারা হিন্দু ধর্মের মানুষ তার ব্রিগেডে গীতাপাঠের প্রচার করছে। গীতা পাঠ না করলে কি আমরা হিন্দু ধর্ম পালন করতে পারব না? তেমনই ওড়াকান্দির আদলে মতুয়া মন্দির না হলে কি মতুয়ারা মতুয়া থাকবে না?

এরপর পাঁচের পাতায়

২ লক্ষ কিমি সাইকেল চালিয়ে এডস্ প্রচার সেরে ঘরে ফিরলেন সোমেন

সুভাষ চন্দ্র দাশ

অপেক্ষার অবসান। অবশেষে দীর্ঘ ৭০৯০ দিন সাইকেলে পরিক্রমা করে ২ লক্ষ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর ১৯১ টি দেশে এইআইভি/এডস্ সম্পর্কিত সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে ঘরে ছেলে ঘরে ফিরলেন। রবিবার বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দেশের মাটিতে পদার্পণ করেন আন্তর্জাতিক সাইক্লিস্ট সুন্দরবনের বাসন্তীর ভূমিপুত্র সোমেন দেবনাথ।

এদিন আন্তর্জাতিক সুভাষ চন্দ্র বসু বিমান বন্দরের কাছে সোমেন দেবনাথকে বরণ করে নেন তাঁর মা শোভারানী দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন বন্ধু মঙ্গল রায়, শিক্ষক তপন মাইতি, সমাজসেবী প্রশান্ত সরকার। এছাড়াও অজস্র শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব'রা। সেখান থেকে সোমেন সোজা চলে যান সুভাষ গ্রামের পিপলস্ হাউসে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। ১৭ ডিসেম্বর বাসন্তী'র একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন সোমেন।

উল্লেখ্য সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের যুবক সোমেন দেবনাথ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যায় স্নাতক সোমেন ২০০৪ সালের ২৭ মে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়িছিলেন বিশ্বভ্রমণে। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের প্রতিটি কোনায় কোনায় এইচআইভি/এডস্ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার। ২০০৪-২০০৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ সাইকেলে ভ্রমণ করেন সোমেন। এরপর

২০০৭-২০০৯ সাল পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের সমস্ত দেশ, ২০০৯-২০১২ সাল পর্যন্ত ইউরোপ ও গ্রীনল্যান্ডের ৫০টি দেশ, ২০১২-২০১৫ পর্যন্ত আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ৫২টি দেশ, ২০১৫-২০২০ সাল পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অ্যান্টার্কটিকার ৪২টি দেশ, মহামারী করোনাকালে চীন ও গ্রীনল্যান্ড, ২০২০-২০২৩ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ও আসিয়ান দেশগুলোতে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন সাইকেলে চেপে।

এছাড়াও ২ লক্ষ কিমি সাইকেল চালিয়ে তিনি আফগানিস্তান, ইসরায়েল, আরব দেশগুলো সহ সমগ্র বিশ্বের মোট ১৯১টি দেশে এইচআইভি/এডস্ সম্পর্কিত সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। এক সময় তিনি তালিবানি ডেরায় ২৪ দিন বন্দিও ছিলেন। পরে ভারতীয় রান্না করে খাইয়ে সন্তুষ্ট করায় তালিবানরা তাকে মুক্তি দেয়।

ভ্রমণকালে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস,রাষ্ট্রপ্রধান সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন বলে তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সোমেন।এছাড়াও দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর সাইকেলে যাত্রাকালীন ৩৮ টি দেশের প্রেসিডেন্ট, ৭২ টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পাশাপাশি ১৭৫ টি দেশে ভারতীয় হাই-কমিশনার সহ দেশ বিদেশের কয়েক কোটি মানুষের মনকে ছুঁয়ে গেছেন সোমেন। এছাড়াও সচেতনতার প্রচারে নদীনালা, সমুদ্রের জন্য ৩২ বার বিমানে এবং ২৮ বার জাহাজে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন।শততম দেশ ছিল নামিবিয়া। সোমেনের জীবনের সব থেকে বড় বিপর্যয় নেমে এসেছিল ২০১৭ সালে।তখন তিনি সালভাদর এ ছিলেন।পিতৃবিয়োগ এর খবর পৌঁছায়। অস্থির হয়ে ওঠে সোমেনের মন।সেখান থেকে বিমানে চেপে তিনি তিন দিনের জন্য বাড়িতে ফিরেছিলেন। পিতার শেষকৃত্য সেরে আবারও সচেতনতার প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

উত্তরের আঙিনায়

কেবিসিতে উত্তরবঙ্গের নাম উজ্জ্বল করলেন মালবাজারের মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতবর্ষের অত্যন্ত জনপ্রিয় কুইজ শো হলো কন বানেগা ক্রোড়পতি। এখানে যাবার স্বপ্ন অনেকেরই থকে। কিন্তু পৌঁছাতে পারে আর কজন ১৮ বছর ধরে প্রচেষ্টার পরে সেই স্বপ্ন সফল করেছেন মালবাজারের মেয়ে আলোলিকা ভট্টাচার্য গুহ। ভারতবর্ষের এই মেগা কুইজ কনটেস্টে তিনি পেয়েছেন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই অর্থ দিয়ে ভবিষ্যতে তার চার বছরের ছেলে অর্ক গুহর ভবিষ্যতের পড়াশোনা এবং বাবা-মায়ের বাড়ি তৈরির জন্য ভাইকে সাহায্য করতে চান বলে জানিয়েছেন।

তিনি জলপাইগুড়ি এসি কলেজ থেকে জুওলজি অনার্স নিয়ে পাস করা, এরপর তিনি গৃহ শিক্ষকতা করতেন মালবাজার সিজার স্কুলে। পড়াশোনা করেছেন এই স্কুলেই। আইসিডিএস প্রকল্পের সুপারভাইজার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে অপেক্ষা করছেন জানুয়ারিতে সরকারি পদে যোগ দেবার। মালবাজারের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর কলোনিতে তার বাবার বাড়ি। বিয়ে হয়েছে তার বছর পাঁচেক, স্বামী কলকাতায় একটি বেসরকারি ফার্মে কর্মরত। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন ভাই অয়ন ভট্টাচার্য। ফোন ফ্রেন্ড অপশনে তিনি বেছে নিয়েছিলেন বর্তমান সিজার স্কুলের আরেক তরুণ শিক্ষক সুদীপ মজুমদারকে। তিনি জানান, সবাই খুব কোঅপারেট করেছেন আমার এই যাত্রা পথে। সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব সারা জীবন।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে ডেপুটি মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পৌরনিগমের অন্তর্গত ৩ নং বোরোতে দুয়ারের সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প আবারো শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য সাথী, লক্ষ্মীভাণ্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে থাকে সাধারণ মানুষ এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে। শহর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুয়ারে সরকার শিবির।

খেলার ছলে বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ ১১ জন শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : খেলার ছলে বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ একই গ্রামের ১১ জন বাচ্চা। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার এই ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলদু গ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার অসুস্থ শিশুদের সাথে দেখা করতে আসেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তিনি অসুস্থ বাচ্চাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। বর্তমানে তারা গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার হরিরামপুর ব্লকের বলদু গ্রামে খেলা করছিল একদল বাচ্চা। সেই সময় খেলার ছলে তারা বিষাক্ত ফল খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে ১১ জন। বিষয়টি পরিবারের লোকজন জানতে পারলে তাদেরকে প্রথমে হরিরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে।সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

শিলিগুড়িতে বড়দিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : আর এক সপ্তাহ পরেই রয়েছে বড়দিন। আর বড়দিন মানে কেক খাওয়া। গোটা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন চার্চ গুলিতে বড়দিন পালন করা হয়ে থাকে। এবারও বড়দিন উপলক্ষে প্রস্তুতি জোর কদমে। ইতিমধ্যেই অন্যান্য জায়গার মতো শিলিগুড়িতেও দেখা যাচ্ছে বাজারে কেকের সম্ভার। এদিন শিলিগুড়ি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ব্রাইড একাডেমীর তরফ থেকে ক্রিসমাস পালন করা হয়। এই আনন্দঘন মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা এমএমআইসি মানিক দে, এছাড়া অন্যান্যরা। প্রচুর কচিকাঁচা উপস্থিত হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ ডিসেম্বর – ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বাধা। কাউকে অর্থ ধার দিলেও সেই অর্থ পেতে সমস্যা হতে পারে। পকেটমার বা অর্থ, চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিবন্দীদের সাহায্য করুন।

বৃষ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। পিতামাতার জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ করা শ্রেয় নয় ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শিশুদের খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : আর্থিক আচার্যের দরুণ ঋণগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সংসারে আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। বন্ধুর থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোনার হার পরুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার দরুন উপার্জন বৃদ্ধিতে বাধা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানকে দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শিশু কন্যাদের লাল কাপড় ও লাল চুড়ি দিন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। ভাগোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : গনেশ বা বিষ্ণু মন্দিরে ব্রোঞ্চের দীপ জ্বালান।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে চাকরির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ এবং উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সাবধানে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কাঁচা হলুদ, কেশর, হলুদ চন্দন, হলুদ শস্য সব দ্রব্য ব্যবহার করুন।

তুলা রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চুরি, পকেটমারী প্রভৃতি অর্থহানির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা হতে পারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

প্রতিকার : নারীদের সম্মান করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ হলেও অর্জিত অর্থের সঞ্চয়ে বাধা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সমাজ সেবার ক্ষেত্রে শ্রমদানে সম্মান লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : দরিদ্র ব্যক্তিদের হলুদ মিষ্টান্ন খেতে দিন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নামকরা কোম্পানিতে কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : পুরানো ও ছেঁড়া বইপত্র ফেলে দিন।

মকর রাশি : কোন সজ্জন ব্যক্তির সাহায্যে কর্মশালা সুযোগ মিলতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া বা দেহের নিম্নাঙ্গের পীড়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বাড়িতে কোনো আবর্জনা রাখবেন না।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে যে কোন কর্মে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন। স্বজনের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ফাটকা অর্থ পাওয়ার জন্য শেয়ার মার্কেট বা লটারিতে বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ২৮ বার ওঁম মন্ত্র রোজ পাঠ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। প্রিয়জনের থেকে কোনও দ্রব্যাদি বা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন কর্মক্ষেত্রে সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা উন্নতির সুযোগ মিলবে। অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা জনিত রোগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

শব্দবার্তা ২৭৬

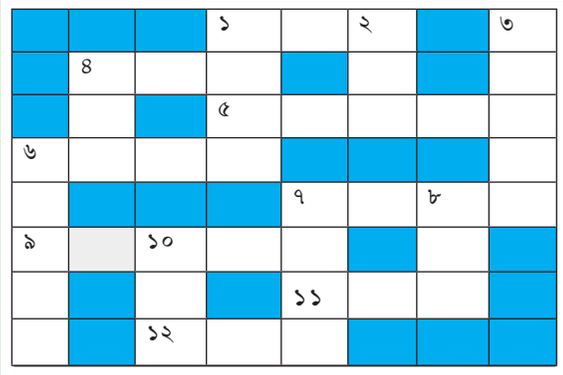

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আঙিনা, উঠান ৪। দীন ৫। সহজেই ভেঙে পড়তে পারে এমন বাড়ি ৬। গভর্নমেন্ট ৭। সহচর, সঙ্গী ৯। লোকজন ১১। বিচারের জন্য উপস্থাপিত, রুজু ১২। শবাধার।

উপর-নীচ

১। মূর্ত রূপ ২। নং ৩। পূজার ঘর ৬। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ ৭। কর্ম, কৃতকর্ম্ম ৮। চালাক ১০। মূল্যবান রত্ন।

সমাধান : ২৭৫

পাশাপাশি : ১। অপকার ৪। বিচারালয় ৫। পদকার ৭। উপরাগ ৯। ভবসাগর ১০। মনোহর।

উপর-নীচ : ১। অনুতাপ ২। রবিবার ৩। আলকাতরা ৬। দক্ষিণরায় ৭। উপরম ৮। গদাধর।

কাজের খবর

পারমানবিক শক্তি দফতরে ৬২ পারচেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, : কেন্দ্রীয় সরকারের পারমানবিক শক্তি দফতরের অধীন ডিরেক্টরেট অফ পারচেজ অ্যান্ড স্টোর্স 'জুনিয়র পারচেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট' ও 'জুনিয়র স্টোরকীপার' পদে ৬২ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য। জুনিয়র পারচেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট : মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে সায়েন্স শাখার গ্র্যাজুয়েট কিংবা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে : ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪৫টি (জেনাঃ ২৫, ও.বি.সি ১৪, তঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস ৩)।

দুই ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ৩১-১২-২০২৩'এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ওবিসি'রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : Advt No. 2/DPS/2023.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ২০০ নম্বরের ২ ঘন্টার পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং/বেসিক অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল, কোয়ান্টেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, জেনারেল নলেজ, কম্পিউটার নলেজ। এরপর ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টে ৩ ঘন্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন বিষয়। পরীক্ষা হবে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে, পূর্ব ভারতে কলকাতা ও গুয়াহাটিতে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://dpsdae.formflix.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই. ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (৫০ কেবি'র মধ্যে, মাপ উচ্চতা ৪.৫×চওড়া ৩.৫ সেমির মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তপশিলী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়র পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থার ৪৪৪ অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ 'সেকশন অফিসার' ও 'অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার' পদে ৪৪৪ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য : ভ্যাকান্সি কোড : 2023101. সেকশন অফিসার (জেনা/এফ অ্যান্ড এ/এস অ্যান্ড পি) : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩৩ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪৭,৬০০-১,৫১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ৭৬টি। এর মধ্যে সেকশন অফিসার (জেনারেল) ২৮টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি ৭, ইডব্লুএস ২)। এফ অ্যান্ড এ ২৬টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি ৭, ইডব্লুএস ২)। এস অ্যান্ড পি ২২টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি ৫, ইডব্লুএস ২)।ভ্যাকান্সি কোড : 2023102. অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (জেলা/এফ অ্যাণ্ড এ/এস অ্যান্ড পি) : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩৩ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪৪,৯০০-১,৪২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩৬৮টি। এর মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (জেনারেল) ২৩৭টি (জেনাঃ ৯৬, তঃজাঃ ৩৫, তঃউঃজাঃ ১৭, ওবিসি ৬৬, ইডব্লুএস ২৩)। এফ অ্যান্ড এ ৮৩টি (জেনাঃ ৩৫, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬, ওবিসি ২২, ইডব্লুএস ৮)। এস অ্যান্ড পি ৪৮টি (জেনাঃ ২০, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩, ওবিসি ১৪, ইডব্লুএস ৪)।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১২-১-২০২৪'এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি'রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : E-I/RC/2023/1.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারিতে, কলকাতা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ও কমপ্রিহেনশন – ১৫০ নম্বর (২) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, রিজনিং অ্যান্ড মেন্টাল এবিলিটি – ২০০ নম্বর, (৩) ইংলিশ (ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রেসি লেখা, চিঠি লেখা ও প্রবন্ধ লেখা) ১৫০ নম্বর। সফল হলে সেকশন অফিসার পদের বেলায় ১০০ নম্বরের ইন্টারভিউ আর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার পদের বেলায় ১০০ নম্বরের কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষা। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ওয়েবসাইটে পাবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১২ জানুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : http://cair.res.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

৩৬৩ অ্যাপ্রেন্টিস হায়দরাবাদে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইলেক্ট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড 'গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রেন্টিস' ও 'টেকনিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ৩৬৩ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। ডিপ্লোমা/টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (ইঞ্জিনিয়ারিং) : পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৫০টি।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ ১১৩।

প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : www.ecil.co.in, https://nats.education.gov.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

হাসপাতালে নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, : কলকাতা সহ সারা ভারতের সেনাবাহিনীর হাতপাতালে কাজের জন্য মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে কাজের জন্য 'নার্স' হিসাবে কিছু ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

বি.এসসি (নার্সিং), পোস্ট-বেসিক বি.এসসি নার্সিং ও এম.এসসি নার্সিং কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নার্স হিসাব নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ২৫-১২-২০০২'এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে মিলিটারি সার্ভিসের নিয়মানুযায়ী।

প্রার্থী বাছাই করবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এন.টি.এ)। এজন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে ১৪ জানুয়ারি। এই পরীক্ষায় এম.সি.কিউ টাইপের প্রশ্ন হবে নার্সিং সংক্রান্ত বিষয়ে আর ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ও জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং নেই। সফল হলে ইন্টারভিউ। তারপর মেধা তালিকা তৈরি হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.nta.ac.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

বর্ধিত ট্রাইগ্লিসারাইডস কমাতে কি করবেন?

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

আজকাল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে লিপিড প্রোফাইল, ট্রাইগ্লিসারাইডস এই সমস্ত সাধারণভাবে ডাক্তারি পরিভাষা গুলির সাথে প্রত্যেকেই বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছেন। তাই ট্রাইগ্লিসারাইডস বাড়লে তা যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর একথা আমরা প্রায় সবাই জানি। সবার আগে জানা যাক এই ট্রাইগ্লিসারাইডসটা আসলে কি? ট্রাইগ্লিসারাইডস হচ্ছে আমাদের শরীরের এক ধরনের চর্বি যার কাজ আমাদের শরীরের প্রয়োজনের সময় ক্যালরি সরবরাহ করা আবার যখন শরীরের শক্তির প্রযোজন থাকে না তখন ট্রাই গ্লিসারাইডস চর্বির কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট এবং ট্রাইগ্লিসারাইডসের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য আছে। আমরা যদি উচ্চ কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার বেশি মাত্রায় গ্রহণ করি অথবা আমাদের ক্যালরি গ্রহণ যদি ব্যয়ের চেয়ে বেশি পরিমাণে হয় তাহলে রক্তের ট্রাই গ্লিসারাইডসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। মনে রাখা দরকার স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট, প্রক্রিয়াজাত খাবার জাঙ্ক ফুড, স্মোকিং

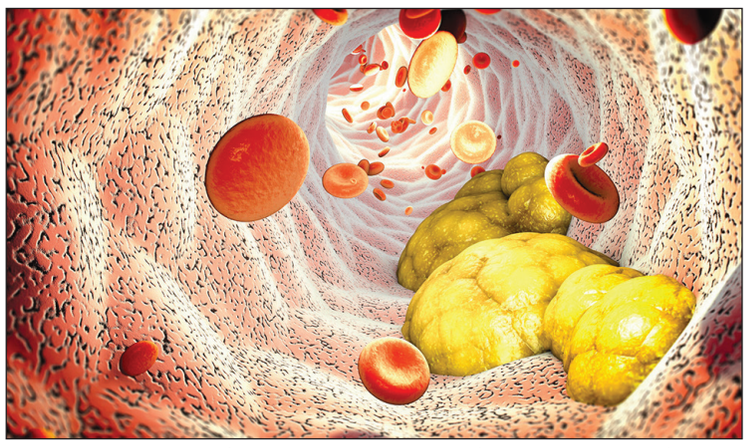

এবং মদ্যপানের ফলে ট্রাইগ্লিসারাইডস বেড়ে যেতে পারে। এছাড়াও ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ওবেসিটি, লিভারের রোগ, অনুশীলনহীন বা সেডেন্টারী জীবনযাত্রার কারণেও ট্রাইগ্লিসারাইডস বেড়ে যায়। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে উচ্চমাত্রায় রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইডস থাকলেও তার জন্য বিশেষ কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইডস শরীরের রক্ত বহন করে যে সমস্ত রক্তনালী তার দেওয়ালে জমতে থাকে এবং রক্তনালীগুলি ক্রমশ সরু হতে থাকে অনেক সময় রক্তনালী গুলির গায়ে প্লাকের সৃষ্টি হয়। সেই থেকে হার্ট, ব্রেইন, কিডনি ইত্যাদি অঙ্গগুলিতে রক্ত সঞ্চালন কমে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে থ্রম্বাসের সৃষ্টি হয় এবং তার থেকে ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকতে। এছাড়া ট্রাইগ্লিসারাইডসের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে প্যানক্রিয়াটাইটিস, ফ্যাটি লিভার ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইডস কমাতে আমাদের কি করণীয়?

*জীবনশৈলীর পরিবর্তন

*প্রাত্যহিক শরীরচর্চা করে নিজেকে কর্মক্ষম রাখতে হবে। সারা সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট হাঁটা প্রয়োজন। কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস পরিচর্যা করলে উপকার হতে পারে যেমন লিফটের ব্যবহার কমানো, বাস বা গাড়ি থেকে এক দু'স্টপ আগে নেমে হেঁটে বাড়ি ফেরা ইত্যাদি।

*ওজন কমানো।

*মদ্যপান পরিত্যাগ করা।

*ধূমপান বর্জন করা।

*স্বাস্থ্যকর খাবার – চিনি, পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট এবং উচ্চ ক্যালরির খাওয়ার পরিত্যাগ করা। শাকসবজি এবং ফাইবার যুক্ত খাবার বেশি করে গ্রহণ করা।

নরমাল ট্রাইগ্লিসারাইডসের মাত্রা ১৫০ mg/dl এর মধ্যে থাকে, বর্ডার লাইন হাই বলতে ১৫০ থেকে ১৯৯ mg/dl এবং হাই বলতে ২০০ mg/dl এর উপরের মাত্রাকে বোঝায়।

জীবনশৈলী পরিবর্তনের সাহায্যে যখন ট্রাইগ্লিসারাইডসের মাত্রা কমে না তখন ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করতে হয়। স্ট্যাটিনস, ফিব্রেট ইত্যাদি ওষুধের মাধ্যমে ট্রাইগ্লিসারাইডস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তবে আসল চাবিকাঠি পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্যালরি পুড়িয়ে ট্রাইগ্লিসারাইডসকে নিয়ন্ত্রণ করা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

৭ টি তাজা বোমা উদ্ধার,এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : একাধিক বোমা উদ্ধার হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমূলতলার জালালের মোড় সংলগ্ন এলাকায়।ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ তাজা বোমাগুলো উদ্ধার করে নিষ্ক্রীয় করার জন্য বোম্বস্কোয়াডকে খবর দেয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, জালালের মোড় এলাকার আইনাল হক সরদারের বাড়ি সংলগ্ন পরিত্যক্ত বাগানে একটি ব্যাগের মধ্যে ৭টি তাজাবোমা রাখা ছিল। স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ বোমা গুলো উদ্ধার করে।এদিকে এলাকায় বোমা উদ্ধার কে কেন্দ্র করে শাসকদলের দুই গোষ্ঠির মধ্যে চাপান–উতোর শুরু হয়ে যায়। এলাকার তৃণমূল মাদার গোষ্ঠির দাবি, আইনুল হক সরদার একজন সমাজবিরোধী।খারাপ মতলবের জন্য বাগানের মধ্যে বোমা গুলো গুছিয়ে রেখেছিল। পুলিশ তদন্ত করলে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে। অন্যদিকে, স্থানীয় যুব তৃণমূল নেতৃত্বের দাবী, আইনুল হক সরদার একজন কর্মী। তাকে ফাঁসানোর জন্য তার বাগানে কে বা কারা বোমা রেখেছে। পুলিশ তদন্ত করলে আসল সত্য উদ্ঘাটন হবে। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস জানিয়েছেন, বাসন্তীর কাঁঠাবেড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ৭ টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। বোম্বস্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। কে বা কারা এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে বোমা গুলো মজুত করে সেবিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।’

বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ উদ্ধার

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর: বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৯৪৬০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ও কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।

গত রবিবার রাতে গঙ্গারামপুর শহরের ৪নং ওয়ার্ডের নারায়নপুর এলাকা থেকে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ কাফ সিরাপগুলি। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। যদিও ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে লাগাতার গঙ্গারামপুর শহর সহ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুর জুড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর গত কয়েকদিন আগে কুমারগঞ্জ থানা এলাকায় নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।ঘটনায় বাগডোগরা থেকে ২জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জেরা করেই নারায়ণপুর এলাকায় নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের হদিশ পায় কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপরেই রবিবার রাতে গঙ্গারামপুর ও কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় নারায়নপুর এলাকায়। অভিযান চালিয়ে ৯৪৬০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে উদ্ধার হওয়া নিষিদ্ধ কাপ সিরাপের বাজারমূল্য আনুমানিক ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। প্রসঙ্গত গত কয়েকদিন আগে গঙ্গারামপুর শহরের নীলডাঙ্গা এলাকায় পেট্রোল পাম্প থেকে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে এসটিএফ, সেইসঙ্গে ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকেও বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ।পাশাপাশি রবিবার রাতে ফের গঙ্গারামপুর শহরের ৪নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ।

উদ্ধার চোরাই ১০টি মোটরবাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনমাস আগে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের নুর আলম সরদার নামে এক ব্যক্তির মোটরবাইক চুরির তদন্তে নেমে জয়নগর এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এস আই সায়ন ভট্টাচার্য সিসিটিভির সূত্র ধরে তল্লাশি চালিয়ে নেমে উদ্ধার করে দুটি মোটর বাইক।বেশ কিছুদিন যাবৎ জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে চুরি ছিনতাইয়ের পাশাপাশি মোটর বাইক চুরির অভিযোগ আসছিল। গত শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ বারাসত থেকে মোটর বাইক চুরির ঘটনায় মগরাহাটের ২ যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম । ধৃত দুই যুবকের নাম খোকন কয়াল ও জাকির হোসেন শেখ। তাদের দফায় দফায় জেরা করে মগরাহাট, মন্দিরবাজার এবং দক্ষিণ বারাশত এলাকা থেকে দশটি চোরাই মোটর বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত এবং কতগুলো বাইক তাঁরা চুরি করেছে সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। বুধবার এ বিষয়ে জয়নগর থানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস বলেন,আমরা তদন্তে নেমে দুজনকে মোটর বাইক চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করে তাদের জিজ্ঞেসাবাদ করে একাধিক এলাকা থেকে দশটি চোরাই মোটরবাইক উদ্ধার করি। এই কাজের সাথে আর কারা কারা যুক্ত আছে তা তদন্ত করা হচ্ছে। আর আশেপাশের বিভিন্ন থানায় খবর দেওয়া হয়েছে যাতে চুরি যাওয়া মোটরবাইক মালিকেরা উপযুক্ত প্রমান দিয়ে তাদের গাড়ি গুলি সংগ্রহ করতে পারে। তবে আমাদের তদন্ত চলছে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন এই ডিসেম্বর মাসে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকায় সন্ধ্যাবেলায় ও দুপুর বেলায় হার ছিনতাইকারীদের খুব তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করা হবে।

প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ ডিসেমবর নলহাটি থানার চন্দনপুরে একটি পরিত্যক্ত পাথর খাদান থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার করে পুলিশ। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র এবং নলহাটি থানার ওসি মনোজ সিং–এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী তল্লাশি চালায়। পরিত্যক্ত খাদান থেকে দেড়শো পেটি জিলেটিন স্টিক, ছয় পেটি ডিটোনেটর,১৪ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাথর খাদানটি কলিন হাঁসদার, কিন্তু সে মারা গিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে পাথর খাদানটি। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গত ২৮ জুন পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বাহাদুরপুর এলাকায় বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার করেছিল এনআইএ। বানিওড় গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূলপ্রার্থী মনোজ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী হয় মনোজ ঘোষ। বর্তমানে জেলবন্দি রয়েছে মনোজ।

বর্ধমান স্টেশনে বিপর্যয়ে আঙুল উঠছে রেল কর্তৃপক্ষের দিকেই

দেবাশিস রায়: বর্ধমান স্টেশনে ১৩৩ বছর আগে তৈরি একটি বিশালাকার জলাধার ভেঙে মর্মান্তিক বিপর্যয়ের ঘটনায় আঙুল উঠছে রেল কর্তৃপক্ষের দিকেই। স্থানীয় এবং প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে বর্ধমান স্টেশনের ২ এবং ৩ নং প্ল্যাটফরমের মাঝে অবস্থিত এই জলাধারটির একাংশ যাত্রীশেডের ওপরে ভেঙে পড়ে। সেই বিপর্যয়ের পরপরই এক মহিলা সহ তিনজনের মৃত্যু হয় এবং গুরুতরভাবে আহত হয় আরও জনা তিরিশেক। হতাহতদের সম্মিলিত তৎপরতার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিপর্যয়ের পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন পূর্ব রেলের সিপিআরও কৌশিক মিত্র, পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ–প্রশাসনের একাধিক কর্তাব্যক্তি সহ জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। এই ভয়ংকর ঘটনায় হতভম্ব একাধিক মহল থেকে রেলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ উঠতেই নড়েচড়ে বসে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সেই মোতাবেক গঠিত একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে ঘটনার কারণগুলি খুঁজে বের করতে সচেষ্ট কর্তৃপক্ষ।

পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের অত্যন্ত পুরনো ব্যস্ততম বর্ধমান জংশন স্টেশন বছর তিনেক আগেও একটি বিপর্যয়ের ঘটনায় খবরের শিরোনামে

এসেছিল। সেবার স্টেশন বিল্ডিংয়ের একটি বিশাল নির্মাণ ভেঙে পড়ার ঘটনায় একাধিক মানুষ হতাহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনাতেও রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠতেই তদন্ত কমিটি গড়ে কারণগুলি খোঁজার চেষ্টা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পুরনো এই স্টেশনের কার্যত প্রতিটি কোণকে রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হয়। যার ফলস্বরূপ সম্প্রতি উক্ত পুরনো জলাধারটিরও নাকি খুঁটিনাটি স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু, এতকিছুর পরেও শতাব্দী প্রাচীন ওই জলাধারটি ভেঙে পড়তেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস সহ একাধিক মহলের পক্ষ থেকে রেল কর্তৃপক্ষের দিকে কর্তব্যে গাফিলতির গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই প্রবল অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি তড়িঘড়ি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যেই রেলের তরফে হতাহতদের পরিবারকে আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা সহ আহতদের যথাযথ চিকিৎসার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি তদন্তের কাজও শুরু করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় যথাযথ তদন্তের ফল কী হয় এখন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

বর্ধমান স্টেশনের জলের পুরনো ট্যাঙ্ক ফের দেখিয়ে দিল এ দেশে তদন্তের জন্য গঠিত কমিটি ও কমিশন আসলে ‘অমিশন’। তা না হলে আগের দুর্ঘটনায় গড়া কমিটি দেখিয়ে দিতে পারত যাবতীয় গাফিতলিকে। কিন্তু তা না করে কমিটির সদস্যরা দুর্ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে নানা কাজে ব্যস্ত। তাই সাধারণ মানুষের জন্য পড়ে রইল পুরনো ট্যাঙ্ক, ফুটব্রিজ, বসার আসন, প্ল্যাটফর্মের ফাটা চাল প্রভৃতি। এসব মেরামত করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দিতে হয় দাম। প্রাণের বিনিময়ে সেই দাম দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু সে দাম এত নগণ্য তাতে হৃদয় ভরছে না তাবড় রেলকর্তাদের। এবারেও নাকি অন্যান্য স্টেশনের প্রাচীন ট্যাঙ্কের অবস্থা জানতে কমিটি হয়েছে। তারা কী করল জানা যাবে পরের দুর্ঘটনায়। ততদিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন।

জনপ্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুতে টনক, ষাঁড়মুক্ত শহরের লক্ষ্যে কাটোয়ায় তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উন্মত্ত ষাঁড়ের আক্রমণে কাটোয়া শহরের এক জনপ্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় কার্যত নড়েচড়ে বসতে হল প্রশাসনকে। গত ১ ডিসেম্বর এই মর্মান্তিক ঘটনায় মারা যান শহরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাগরিক তথা সিপিএম নেতা বদরে আলম চৌধুরি (৬৬)। তাঁর মৃত্যুর পরপরই সামাজিক মাধ্যমে জনরোষ ছড়িয়ে পড়তেই পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নেমে পড়ে কাটোয়া পুর একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সদা ব্যস্ত কাটোয়া শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ষাঁড় সহ অসংখ্য গবাদিপশুর উৎপাত দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করতে হয় পথচলতি মানুষকে। এমনকি, এইসকল প্রাণীদের কারণে যানবাহন চালকদেরও প্রায়শই নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে স্টেশন রোড, স্টেশন বাজার চত্বর, কাছারি রোড, মাধবীতলা, নিচুবাজার, সার্কাস ময়দান প্রভৃতি

প্রশাসন। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দিকে ধারাবাহিক নজর রাখতে থাকেন পুলিশ–প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরাও। শেষমেশ ষাঁড়ের কবল থেকে কাটোয়া শহরবাসীকে মুক্তি দিতে কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রশাসন। সদাব্যস্ত মহকুমা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো বিশাল চেহারার ষাঁড়গুলিকে ধরে ধরে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার কাজটা বেশ জোরকদমেই শুরু হয়েছে। এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভিনজেলার এলাকা দিনের বিভিন্ন সময়ে যেন ষাঁড় সহ গবাদিপশুদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠত। বছর কয়েকের ব্যবধানে মারমুখি ষাঁড়ের আক্রমণে এপর্যন্ত দু’জন পথচারীর মৃত্যু হয়েছে এবং কমবেশি জনা পঁচিশেক মানুষ গুরুতরভাবে আহতও হন। দীর্ঘদিন ধরেই গবাদিপশুদের এই উৎপাত সাধারণ মানুষকে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হলেও কাটোয়া পুরসভা থেকে শুরু করে পুলিশ–প্রশাসন কার্যত উদাসীন ছিল।ফলে, উন্মত্ত ষাঁড়ের আক্রমণে আরও একজনের মৃত্যুর সাক্ষী থাকল কাটোয়া শহর। কাটোয়া শহরের স্টেডিয়াম আবাসন এলাকার বাসিন্দা তথা বিদ্যুৎ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বদরে আলম চৌধুরি ঘটনার দিন পেনসনের টাকা তুলতে ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলেন। সেইসময় স্টেশনবাজার এলাকায় একটি উন্মত্ত ষাঁড় তাঁকে গুঁতো মেরে ফেলে দিয়েছিল। ষাঁড়ের আক্রমণে ওই পথচারী গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। তারপর তাঁকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য বর্ধমানে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ই তাঁর মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পরপরই কাটোয়া পুরসভা সহ পুলিশ–প্রশাসনের উদাসীন মনোভাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা এই মর্মান্তিক ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে যথাবিহিত পদক্ষেপের কথা সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দেন। তার পরপরই কাটোয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা থেকে একের পর ষাঁড় ধরে করে গাড়িতে চাপিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়।এভাবে সর্বস্তরের প্রশাসনিক তৎপরতায় কার্যত ষণ্ডমুক্ত শহর দেখে পথচারীরা কিছুটা স্বস্তি লাভ করেছেন।তবে, সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে শহরের রাস্তাগুলি ফের যেন গবাদিপশুদের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত না হয় সেজন্য প্রশাসনের উদ্দেশে ধারাবাহিক নজরদারিরও দাবি জানিয়েছেন অনেকেই।

পারিবারিক বিবাদ

বাঁশের ঘায়ে জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে এক যুবককে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর তিতকুমার গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম যুবক রজত গায়েন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যে আক্রান্ত যুবক পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে রজত গায়েনের কাকা ও জ্যাঠার ছেলেরা পারিবারিক সমস্যা নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। সেই সময় উভয় পক্ষকে শান্ত করে হঠিয়ে দেয় রজত।অভিযোগ এরপর সন্ধ্যা নাগাদ কাকার ছেলে মহাদেব গায়েন বাঁশ নিয়ে চড়াও হয় রজতের উপর। অভিযোগ বাঁশ দিয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়।ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সে।

সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখিদের ভিড়

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতেই পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমাতে শুরু করেছে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে। সাম্প্রতিক নতুন করে গড়ে ওঠা কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে পাখিদের আনাগোনা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, ইরান থেকে হাজার হাজার পাখি সমুদ্র পথ ধরে দলে দলে চলে আসছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে। ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়। এই পাখিদের মধ্যে বেশিরভাগই সামুদ্রিক এলাকার জলচর, দিবাচর এবং নিশাচর। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে পাখিদের খাওয়ার জন্য উপযুক্ত কোন ফলের গাছ নেই। তবুও বিশেষ কোনও আকর্ষণে পাখিরা হাজার হাজার মাইল আকাশপথ বিরামহীন ভাবে উড়ে আসছে এই বাঘ–অরণ্যে। এখানে আসা এবং ফেরার পথে দুর্যোগ–দুর্ঘটনায় পড়ে বহু পাখির মৃত্যুও ঘটছে। তবুই তারা প্রতি বছর সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসছে। বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, ‘আমরা কয়েক বছর ধরে ম্যানগ্রোভ রোপণ করে কৃত্রিম বন সৃষ্টি করেছি। সেইসব জায়গায় প্রচুর খাবার পাওয়া যাচ্ছে।সেই খারারের টানে পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমাচ্ছে।’

বন বিভাগের আরও একটি দপ্তর ‘সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প’

পাখিপ্রেমীদের পাখি চেনানোর জন্য আগামী ১৭ থেকে ২০ জানুয়ারী ’পাখি উৎসব’–এর আয়োজন করেছে।

পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪০ টি প্রজাতির বিদেশী পরিযায়ী পাখি এই শীত মরশুমে সুন্দরবনে আসে। এই সময় শীতপ্রধান দেশগুলিতে শীতের মাত্রা বেড়ে যায়। ওই শীত সহ্য করতে না–পেরে তারা কম শীতপ্রধান সুন্দরবন ও ভারতের বিভিন্ন যায়গায় চলে আসে। কিছুদিন সময় কাটানোর পরে আবার নির্দিষ্ট সময় ফিরে যায়। বংশ বিস্তারের পর পরের বছর আবার সপরিবারে চলে আসে।

উল্লেখ্য ‘প্রকৃতি সংসদ’ নামে কলকাতার একটি পক্ষী পর্যবেক্ষক সংস্থা গত বছর সুন্দরবনে সমীক্ষা চালিয়ে জানতে পেরেছে, রাশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে এসেছিল কারলিউ (বড় গুলিন্দা), ফিনল্যান্ড থেকে হুইমব্রেল (ছোট গুলিন্দা), চিন, তুর্কিস্তান থেকে স্নাইপ (কাদাখোচা), তিব্বত থেকে মিঠুয়া (প্লোভার)। এছাড়াও চখাচখি (রুড্ডি শেলডাক), ছোটদিঘর (গাডওয়াল), বামুনিয়া (টাফটেড ডাক) বিলিতি জিরিয়া (কেন্টিস) পাখিদেরও দেখা মিলেছিল। এবারও এরা এসেছে কি না এবং নতুন কোনও প্রজাতির পাখির আনাগোনা শুরু হয়েছে কি না তা জানা যাবে পাখি উৎসবের পরেই।

বন বিভাগ সূত্রের খবর, এবার জম্বুদীপ, কলস, ঠাকুরাণ, মেছুয়া, ছাইমারি চরে সন্ধ্যার পর হাজার হাজার বিদেশী পরিযায়ী পাখি আস্তানা গেড়েছে। ভগবতপুর, বকখালি, গঙ্গাসাগরের রামকর চর এবং মাতলা চরে ভিনরাজ্যের পরিযায়ী পাখিদের গাদাগাদি। বিকেলের পরে চরে কিচিরমিচিতে মন ভরে যায়। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে লোথিয়াদ্বীপ চরে পক্ষীপ্রেমী ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডলের ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল ধূসর–পা বাটান এর(নর্ডম্যানের গ্রীনশ্যাঙ্ক) ছবি। মিলন বাবু জানিয়েছেন, এই পাখি গুলি দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, কম্বোডিয়া, মালেশিয়া দেশের পাখি। এই পাখি সুন্দরবনে সর্বপ্রথম এবং ভারতে দ্বিতীয়বার এদের দেখা মিলল।

শুধু শীতই নয়, গ্রীষ্মের মরশুমেও আফ্রিকা থেকে হলুদ খঞ্জন (ইয়লো ওয়াগটেল), ইউরোপ থেকে নীলগলা ফিদ্দা (ব্লুথ্রোটেড), উত্তর আমেরিকা থেকে খুন্তেহাঁস (নর্দান স্লোভেলার)–রা আসে।

পক্ষী বিশারদরা পাখিদের পরিযান বৈচিত্র্যের একটি আশ্চর্যের ঘটনা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, পাখিরা সাধারণত দু’হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে সপ্তাহ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত উড়ে আসে। সারাদিন–সারারাত অবিরাম ওড়ে। ওড়ার সময় কোথাও থামে না, কিছুই খায় না। যাত্রা শুরুর আগে ভাল করে খেয়ে নেয়। ঘন্টায় ৫০ মাইল গতিবেগে প্রতিদিন ১৫০–৬০০ মাইল পথ উড়ে চলে। নির্দিষ্ট যায়গায় পৌছতে তারা উপকূলরেখা, নদীপথ, সূর্য–চন্দ্র–গ্রহ–তারা–নক্ষত্র কে লক্ষ্য করে চলে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গঙ্গাসাগর মেলায় পানীয় জলের ব্যবস্থা এবার জোরদার

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আগামী গঙ্গাসাগর মেলায় যাত্রীদের প্রয়োজনীয় পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কিত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের এবং মেলা কমিটির সদস্যদের এক বৈঠক শ্রীনস্কর ঘোষণা করেন পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য একটি অতিরিক্ত সংরক্ষিত পুকুর এবং দুটো সংরক্ষিত পুকুরের সম্মিলিত জলধারণ ক্ষমতা হবে ২৬ লক্ষ গ্যালন। শ্রীনস্কর জানান, ডিসেম্বর–এর শেষ সপ্তাহের মধ্যে জল সরবরাহের সব কাজ শেষ হবে। এই কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুমোদন করেছেন। এছাড়াও রাস্তা জেটি এবং অন্যান্য খরচ মিলিয়ে ব্যয় হবে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা অবশ্য এর পরিবর্তে কপিল মুনির যে কয়েক লক্ষ টাকা দর্শনী মিলবে তার সবটাই ছালা বেঁধে চলে যাবে অযোধ্যার কুল পুরোহিতদের ঘরে। কারণ ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের অর্ডিন্যান্সের কোন মূল দেননি। তাঁদের মতে মন্দিরের অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে হলে শুধু কপিলমুনি নয় ভারতের সর্বত্রই করতে হয় কিন্তু পাণ্ডাদের স্বার্থে যা দেওয়া বর্তমান সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যা চলছে তাইই চলবে।

৮ম বর্ষ, ৮ম–৯ম সংখ্যা, ১২শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ৬ই পৌষ, ১৩৮০ শনিবার।

দুর্ঘটনা

বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ মৎস্যজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও বাঘের আক্রমণ। এক মৎস্যজীবিকে তুলে নিয়ে গেল সুন্দরবনের বাঘ। নিখোঁজ মৎস্যজীবির নাম মৃত্যুঞ্জয় সুতার(২৮)। বাড়ি সুন্দরবন ঝড়খালি কোস্টাল থানার অন্তর্গত ৪ নম্বর আশ্রম পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় সুতার ও তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে গত বুধবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাড়িতে মাছ–কাঁকড়া ধরার জন্য। শনিবার বিকালে তারা সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীনস্থ নেতিধোপানির বসুখালি এলাকায় মাছ–কাঁকড়া ধরছিলেন। সেই সময় একটি বাঘ মৃত্যুঞ্জয়কে টার্গেট করতে থাকে। সামান্য দূরেই যে বাঘ রয়েছে তা ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি মৎস্যজীবিরা। এদিকে চার মৎস্যজীবি আপন মনে মাছ–কাঁকড়া ধরায় মগ্ন। শিকারকে নাগালের মধ্যে পেতেই সুযোগ বুঝে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুঞ্জয়ের উপর। ঘাড় মটকে হিড় হিড় করে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এদিকে তিন সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয়কে উদ্ধার করতে কাঁকড়া ধরার শিক আর গাছের ডাল নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তির বাঘ তার শিকার কোন মতে ছাড়তে রাজী নয়।দীর্ঘক্ষণ চলে বাঘে–মানুষের লড়াই। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তিন সঙ্গী রণে ভঙ্গ দেয়। বাঘ তার শিকার নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যায়। এলাকায় আচমকা এমন ঘটনার কথা চাউর হতেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল ঝড়খালি কোস্টাল থানার ২ নম্বর নেহেরু পল্লির বাসিন্দা মৎস্যজীবি সুশান্ত পরামানিকের (২৭)।

অটো–বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ, জখম যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: অটো–বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক অটোযাত্রী। গত সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং–গোলাবাড়ি রোডের নারিকেলতলা এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন অটো যাত্রী রাজু অধিকারী। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, রাতে একটি যাত্রী বোঝাই অটো ক্যানিং থেকে হেড়োভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি বাইক উল্টো দিক থেকে এসে সজোরে অটোকে ধাক্কায় দেয়।গুরুতর জখম হয় অটোযাত্রী রাজু অধিকারী। মুহূর্তে অটো থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে ওই যাত্রী। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে। অটোচালক ও স্থানীয়রা ওই যুবককে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে সেই সুযোগে বাইক চালক পালিয়ে যায়। যদিও পালিয়ে বাঁচতে পারেন নি বাইক চালক। পুলিশ তাকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গরুকে বাঁচাতে গিয়ে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি: গরু কে বাঁচাতে গিয়ে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হল দুই যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন সন্ত সরদার ও বিজয় মাহাতো নামে দুই যুবক। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বুধবার সন্ধ্যায় বাড়িতে বেরিয়ে বাইকে চেপে ওই দুই যুবক পাঠানখালি বাজারে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা একটি গরু বাইকের সামনে চলে এলে বাইকটি সজোরে ব্রেক কষে। গরু অক্ষত অবস্থায় বাঁচলেও ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায় দুই যুবক। গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় দুই তাদেরক উদ্ধার করে স্থানীয় একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৩ ডিসেম্বর – ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

রাষ্ট্রপতি–উপরাষ্ট্রপতিকে অসম্মান দেশের অসম্মান

পরিশীলিত হোক রাজনীতি, রাজনৈতিক আচরণ যেন অশ্লীল না হয়ে ওঠে। গণমাধ্যমের কল্যাণে আইনজীবী সাংসদ মাননীয় উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়েপ্রকাশ্যে যে অঙ্গভঙ্গী করেছেন তাতে শুধু সেই আইনজীবী বা তাঁর দলের নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের মর্যাদা হানিকর, সে ভাবনা উহ্য থেকে যায়। দেশের যত পেশা আছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশা সমাজসেবী রাজনীতিক জনপ্রতিনিধি। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রতিনিধিরা যখন আইন সভার সদস্য হয়ে অভব্য আচরণ করেন তখন তা বহু মানুষের কাছে আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

বাম আমলে এ রাজ্যে ভাষা সন্ত্রাসের পাশাপাশি নেত্রী স্থানীয় নেতাদের অভব্য অঙ্গভঙ্গী এ রাজ্য দেখেছে। গণমাধ্যম তোলপাড় হয়েছে কিছুদিন। সংশ্লিষ্ট পার্টিতে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবস্থা নেওয়ারও কিছু নজির আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সাম্প্রতিককালে একের পর এক ভাষা সন্ত্রাস হয়েছে কম বেশি সব দলেই। তবে রাজ্যের শাসক দলের জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে অঙ্গভঙ্গী ও কটু কথা লাগাতার বলে চলেছেন তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিবেশের পক্ষে অমঙ্গলের সূচনা করছে।

রাজনীতি থাকবে, বিরোধিতা থাকবে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি, তিনি মহিলা কিংবা পুরুষ যেই হোন না কেন তাঁকে অমর্যাদা করার অর্থ দেশকে অসম্মান করা। রাজ্যের এক মন্ত্রী একটি প্রকাশ্য সভায় দলীয় কর্মী ও গণমাধ্যমের সামনে রাষ্ট্রপতির রূপ, চেহারা নিয়ে শারীরিক অঙ্গভঙ্গী করলেন। নিন্দার ঝড় বইল কিন্তু শিক্ষা নিলেন না রাজনীতিকরা। এরপর আবারও উপরাষ্ট্রপতিকে প্রকাশ্যে 'ইন্ডিয়া' নামক জোটের কোনো কোনো নেতার উপস্থিতি আবার শারীরিক অঙ্গভঙ্গী করে অপমান। এ কোন বার্তা দিচ্ছেন তাঁরা দেশের মানুষের কাছে। সংসদীয় রাজনীতিতে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতিকে অসম্মান করার অর্থ দেশকে অপমান করা, দেশের মানুষকে অপমান করা।

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল দলীয় ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার প্রদর্শন করে নিশ্চয় এজন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইবে এটা প্রত্যাশা করা যায়। ভোট আসবে, ভোট যাবে, রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুঁড়ি এমন পর্যায় যেন না যায় যেখানে দেশের অমর্যাদা হয়। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় আইন সকলের জন্য সমান হোক, গণ মাধ্যমের নীতি শাস্ত্র প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেও। আগামী বছর লোকসভা ভোটের আবহে যাতে ভাষা সন্ত্রাস কিংবা সাম্প্রতিক কালের অঙ্গভঙ্গী কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য অগ্রীম হুইপ জারি হোক প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অন্দরে। প্রয়োজনে এবিষয়ে দলের ইস্তাহারগুলিতে অভব্য আচরণের বিপক্ষে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক। দলের যে কোনো কর্তা ব্যক্তিই যেন দেশের সম্মানের অমর্যাদা না ঘটায়। সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মহাসত্য– 'সবার উপর স্বদেশ প্রীতি ইহা বিস্মৃত হইও না' এ কথা সকল দেশপ্রেমী দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

বিমূর্ত্ত আকাশে যে সত্যের প্রতিচ্ছবি প্রতীত হতে দেখা যায়, তার কারণ হল ভ্রমাত্মক দৃষ্টি। ভ্রমদৃষ্টির জন্যই তুমি দুই অসতের মধ্যে কোনটি সৎ, সেই বিবেচনায় মোহিত হচ্ছ। তোমার জগদভ্রম অপসারণের জন্য এক কাহিনী বলছি শোন।

চিদাকাশের কোন এক ভাগ আকাশে কাঁচে আচ্ছাদিত 'সংসার' নামে এক মস্ত গৃহ আছে, লোকপালবৃন্দ সেখানে অবস্থান করেন। সুমেরু পর্বত হল সেই গৃহের স্তম্ভ, পর্বতশ্রেণী হল পাতরের গৃহ–প্রাচীর, গৃহের অভ্যন্তরে চোদ্দটি ভুবন আচে, স্বর্গ–মর্ত্য–পাতাল হল সেই গৃহর বিবর, সূর্য্য হল প্রদীপ, প্রাণিগণ সেখানে নানা প্রকার কীট। অসংখ্য সন্তাননের পিতা ব্রহ্মা সেই ঘরের গৃহস্থ বৃদ্ধ ব্রাহ্মর। জীবগণ রেশমকীটের মত নিজের নিজের লালা নিঃসরণ করে নিজেদেরই বদ্ধ করে। সুর–অসুর সকল সেখানে শিশু হয়ে কল–কোলাহলে মত্ত। এহেন বিশাল গৃহের এক স্থানে অবস্থিত গিরিগ্রামে একজন সাগ্নিক, সদাচারী, অতিথিবৎসল ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আমার মত সেই ব্রাহ্মণের নামও বশিষ্ঠ, তাঁর স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী। বশিষ্ঠ একদিন এক রাজার মহা আড়ম্বরে পরিপূর্ণ মৃগয়াশোভা দেখে চমৎকৃত হয়ে ভাবলেন 'আহা! আমিও যদি এমন এক জীবন পেতাম!' এই কল্পনা ক্রমশঃ তাঁর মনে গভীর হতে লাগল। তাঁর স্ত্রী অরুন্ধতীও আমার উপাসনা ক'রে বর চাইলেন আমার স্বামী যেন দেহান্তের পর এইখানেই বিরাজ করেন' এবং 'তথাস্তু' বাক্যে বর স্বীকার করি। কালক্রমে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে শোকাগ্রস্তা অরুন্ধতীও স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষম দেহে পতি সমীপে গিয়ে সন্তুষ্টচিত্ত হল। আজ হতে আটদিন পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছে। সেই ব্রাহ্মণ হল বর্তমান কালের তোমার স্বামী পদ্ম এবং তুমি হলে সেই অরুন্ধতী। সৃষ্টি যে কেমন ভ্রমাত্মক, তা বুঝে নাও। স্বরূপতঃ যিনি ব্রহ্মাকাশ, তিনিই ভ্রমবশতঃ জীবাকার স্বীকার করেন। তাই সৃষ্টি এক শূন্যময় অজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

নস্টালজিক হাওড়া

হাওড়া স্টেশনের প্রাচীনতম ফটোগ্রাফ

হাওড়া স্টেশন, ১৮৫৪-৫৫

আলেয়ার আলোয় অন্ধকার ঘুচবে কি?

নির্মল গোস্বামী

আলেয়ার আলো এমন জিনিস যাকে দেখা যায় আবার পর মুহূর্তেই উবে যায়। মনে হচ্ছে যে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে সেখানে যাই। কিন্তু আপনি যতই আলেয়ার কাছাকাছি যাবেন আলেয়া ততই দূরে সরে সরে যাবে। আপনি যতই পথ অতিক্রম করবেন আলেয়া আর আপনার মাঝের দূরত্বটা একই থাকবে। আলেয়া দেখা যায় কিন্তু তা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই অনেকেই আমাদের জীবনের আশা আকাঙ্খাকে ওই আলেয়ার সঙ্গে তুলনা করে। শত চেষ্টা করেও জীবনের সব আশাকে পূরণ করা যায় না। তাই সাধক কবি রামপ্রসাদ বলেছেন আমার সাধ না মিটিল/আশা না পুরিল/ সকলই ফুয়ায়ে যায় মা এবং আধুনিক কবিও বলেছেন 'ধন্য আশা কুহকীনি'। ফলে বোঝাই যাচ্ছে 'আশা' পূরণ হবার নয়। কিন্তু মজাটা কোনখানে জানেন? মজাটা হল একটা আশা মিটল না বলে মানুষ আশার পিছনে ছোটা বন্ধ করে না। একটা পূরণ হলে আবার একটা নতুন আশার পিছনে ছুটে বেড়ায়। ওই আলেয়াকে

ধরার মতো ব্যাপার আর কি?

আমাদের দেশে দুর্নীতি এবং তার প্রতিকারের ধরণ দেখে ওই আলেয়ার আলোর কথাই মনে পড়ে। দুর্নীতি যে হয়েছে এ বিষয়ে আম জনতা থেকে আদালত সকলেই জানতে পারছে। অথচ খাতায় কলমে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা দুর্নীতি নয়। কী সুন্দর বিষয়টা। দুর্নীতি অথচ দুর্নীতি নয়। ওই আলেয়ার মতো মনে হয় আলোর উৎস কিন্তু তা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পার্থর বান্ধবীর বাড়িতে টাকার পাহাড়, সোনার তাল ধরা পড়ল– কিন্তু পার্থ বলছেন আমার নয়, বান্ধবী বলছে আমার নয়। এখন প্রমাণ করার দায় ইডি–র ঘাড়ে। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে প্রভাবশালীরা যখন সরকারী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দুর্নীতি করে তখন তারা কি তথ্য প্রমাণের নথি পত্তর সব থরে থরে আলমারীতে সাজিয়ে রাখেন? যাতে করে ইডি–র অফিসাররা ঘরে ঢুকেই তা হাতের কাছে পেয়ে যায়। ফলে ওই আলেয়ার আলোর উৎসকে যেমন ধরা যায় না, ঠিক তেমনি দুর্নীতির উৎসকেও ছোঁওয়া যায় না। ওই বোটানিক্যাল গার্ডেনের শতবর্ষজীবী বটগাছের মতো। ঝুরি নেমে নেমে মূল কাণ্ডকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং মূল কাণ্ড ছাড়া আসল মূলকেও খোঁজা যায় না। উৎসাহীরা শাখা মূল বা ঝুরি মূলের জঙ্গলে হারিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই। গরু পাচার বা কয়লা পাচার বা চাকরি চুরি বা গরিবের মুখের গ্রাস চুরি যাই হোক না কেন একজন দুজন ধরা পড়ে জেলে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই জানা যায় ওরা দুর্নীতির শাখা–প্রশাখা মাত্র আসল মাথাকে খুঁজতে হবে বা ধরতে হবে। অনুব্রত ওরফে কেষ্ট ধরা পড়ল। সকলে বলল কেষ্ট নিমিত্ত মাত্র আসল মাথাকে ধর। পরিসংখ্যানবিদরা হিসাব কষল কেষ্টর যদি এই সম্পত্তি হয় তাহলে আসল মাথার কাছে কত আছে? পার্থর বান্ধবীর ঘরে নগদ ৫০ কোটি। অনেকেই বলা বলি শুরু করল যে এটা কি পার্থর ভাগের টাকা। তাই যদি হয় তাহলে মূল মাথার কাছে কত আছে? আমজনতা ভাবল খুব শীঘ্রই বোধ হয় আসল মাথা বা নাটের গুরু ধরা পড়বে। ওমা! দিন যায় মাস যায় বছর যায় তদন্ত যে তিমিরে ছিল সেখান থেকে এক পাও এগোয় না। মাথার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই খুঁজে পায় না তদন্তকারী সংস্থা। শেষে বিচারপতির ধমক খেয়ে আবার নড়াচড়া শুরু করেছেন। শোনা যাচ্ছে অভিষেক নিজে দিস্তা দিস্তা নয় রিমরিম দস্তাবেজ জমা দিয়েছে ইডির দপ্তরে। এখন খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার অবস্থা ইডি অফিসারদের। আসল মাথা খোঁজা দূরস্থান।

কেষ্টর কথা যখন পুলিশ কাউকে গাঁজার কেসে ফাঁসিয়ে দেয় তখন সেই নির্দোষ ব্যক্তিকেই প্রমাণ করতে হয় যে তিনি দোষী নন। কিন্তু প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রটা একটু অন্যরকম। কারণ কালীঘাটের কাকুর কিছু অডিও টেপ পাওয়া গেছে ফোনে তাতে বোধহয় রাঘব বোয়ালদের কিঞ্চিত পরিচয় সামনে আসতে পারে। তাই তড়িঘড়ি কাকু জেলপ্রাপ্ত তৃণমূলীদের স্বাস্থ্যনিবাস পিজিতে গিয়ে উঠেছেন। ইডি কিছুতেই কাকুর ভয়েস নমুনা জোগাড় করতে পারছে না। কত রকমের যে লুকোচুরি খেলা চলছে। কাকুর ফোনে যদি কোন ওডিও টেপ থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তো কাকুকেই প্রমাণ করতে হবে যে ওই ভয়েস তাঁর নয়। ইডি অপরাধীর বিরুদ্ধে তথ্য সংগঠিত করবে। ইডির তথ্য ভুল সেটা তো অপরাধীকেই প্রমাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইডিকে কেন দায়িত্ব নিয়ে কণ্ঠস্বর যে কাকুর তা প্রমাণ করতে হবে? যার বাড়িতে টাকা উদ্ধার হচ্ছে সে তো বলবেই আমার নয়। কিন্তু শুধু বললেই তো আর হবে না। তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সেই টাকা অন্য কারো। এ ক্ষেত্রে কেমন যেন 'উল্টো বুঝলি রাম' এর মতো হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও প্রত্যেকেই জানছে যে কাকু ইডি'র সাথে লুকোচুরি খেলছে সরকারী বদ্যানতায়। যে নির্দোষ হবে সে নিজে থেকে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিয়ে বলবে যে, দেখো ইডির দাবি সঠিক নয়। আর যে দোষী হবে সে তো বাহানা খুঁজবেই। কালীঘাটের কাকুর আচরণে প্রমাণিত যে সে দোষী। সকলেই জানছে বিচারক থেকে তদন্তকারী সংস্থা মায় সাধারণ মানুষ পর্যন্ত। তবুও কাকু এখনও দোষী সাবস্ত নয়। ঐ আলেয়ার মতো, আলো দেখা যাচ্ছে অথচ ধরা যাচ্ছে না।

খুব সম্প্রতি কলকাতায় একটা দৃশ্য দেখা গেল। ২০০০ টাকার নোট পাল্টাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে কাতারে কাতারে গরিব মানুষদের লাইন পড়ছে দিনের পর দিন। প্রত্যেকের হাতে ১০টি করে ২০০০ টাকার নোট। অর্থাৎ ২০ হাজার টাকা শুধু মাত্র আধার কার্ড দেখিয়ে পাল্টে নেওয়া হচ্ছে। এর বেশি টাকা পাল্টাতে গেলে অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে। কালো টাকার কারবারীরা কিছু কমিশনের লোভ দেখিয়ে গরিব মানুষদের দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। যারা লাইন টাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে তারা বলছে আমাদের টাকা নয়। পুলিশ প্রশাসনের সামনে অবাধে কালো টাকা সাদা হচ্ছে। প্রশাসন কোথায়? মিডিয়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তবু কোন হেলদোল নেই প্রশাসনের। পুলিশ বলছে আমরা আইন শৃঙ্খলা দেখতে এসেছি। কালো টাকা সাদা করতে এসেছে যারা তারা বলছে এটা অন্যায় কাজ। কিন্তু আইনের রক্ষকরা তা বুঝতে পারছে না– বা বুঝতে চাইছে না।

লোকের বাড়িতে গিয়ে যারা কালোধনের খোঁজ করে, তারা কোথায় গেল? তারা কেন চোখের সামনে এমন কালো টাকা দেখেও কোন পদক্ষেপ করছে না? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বাতুলতা মাত্র। সবই আইনের ফাঁক গলে পিছলে যাওয়া ব্যাপার। দেশে আইন আছে অথচ এই সময় মনে হচ্ছে কিছু নেই। কালো টাকার কারবারীরা বুক বাজিয়ে টাকা সাদা করছে। আসলে আমরা যা দেখি তা সত্য নয়। যা সাদা চোখে দেখা যায় না তাই সত্য। এই যে হাই লেবেলের দুর্নীতি আর এজেন্সির খেলা দেখে বলতে ইচ্ছে করে 'সব ঝুট হ্যায়, তফাত যাও'। বিচার আলেয়ার আলো, ডি. এ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আচরণে তা প্রমাণিত। আইন আলেয়ার আলো। পাশ করেও যারা রাস্তায় ১০০০ দিন বসে আছে আইন তাদের কাছে আলেয়ার মতোই। সেই আলেয়ার আলোয় তাদের জীবন আলোকিত হওয়া দূরঅস্ত।

স্বাস্থ্যের 'স্বাস্থ্য' দেখবে কে

অর্পণ কর

শরীর থাকলে জ্বর সর্দি কাশি হতেই পারে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরও কোনকালে এর ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু যখন আইসিইউ–তে রোগীকে থাকতে হয় তখন চিন্তার বিষয়। বাম থেকে এই ডান আমল স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য নিয়ে গণমাধ্যম থেকে নানা রঙের বিরোধী দলগুলির খিল্লীপনার অন্ত ছিল না। পার্থক্য একটাই, সে আমলে এমন ব্যাঙের ছাতার মতো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সুপার স্পেশাল হাসপাতাল ছিল না। তৈরি হয়নি নীল–সাদায় সুসজ্জিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা স্বাস্থ্য সাথীর মতো অভিনব পরিকল্পনাগুলি। শুরুর ব্যাটিংটা ভালই হচ্ছিল, কিন্তু গোল বেধেছে স্লগ ওভারে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ প্রতিদিন চিকিৎসা সেবায় একদিকে যেমন ভাল হয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন অন্যদিকে সেবা বঞ্চিত মানুষের সংখ্যাটাও বিপুল।

দাদা নেতা ধরে সরকারী হাসপাতালে ভর্তির আকুতি, কাকুতি, মিনতি বেড়েছে বৈ একটুও কমেনি। খোদ শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল যা পিজি নামে পরিচিত সেখানকার প্রায় প্রতিদিনের স্বাস্থ্যচিত্র বেদনাদায়ক। জনৈক 'কাকু' নামের এক ব্যক্তির 'কণ্ঠ' খুঁজে পেতে হয়রান হচ্ছে ইডি এবং সাধারণ রোগীরা। ভিআইপি 'কাকু'কে দেশ ভর্তি কোন একটা 'এইমস্'–এ রেখে চিকিৎসা করলেই ল্যাঠা চুকে যেত। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা সব দেখছেন, সব বুঝছেন। কিন্তু মানবিক অনুভূতিতে তারা সাড়া দিতে পারছেন না। এর চিকিৎসা কী হবে। রোগী বেড়েছে, চিকিৎসায় আধুনিকতা এসেছে, শোনা যায় বেসরকারী ক্ষেত্রে 'স্বাস্থ্য সাথী' নিয়ে অনীহার নাম গল্প, অনুযোগ ওঠে সে তুলনায় চিকিৎসক নার্স–এর আকালের কথাও। সবকটাই যে অজুহাত, এমনটাও নয়। কিন্তু সুসজ্জিত কর্তা ব্যক্তি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমাবৃত এ হেন স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে ব্যর্থ কেন। আর কেনই বা গণমাধ্যম, বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেলগুলি স্বাস্থ্য পরিষেবার মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক দৃশ্য তুলে আনতে বাধ্য হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে অনেক, অনেক দায়িত্ব। নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পূর্ণ সময়ের জন্য সন্ধান না করলে চির পুরাতন 'বেফারেল' রোগ কমবে না। 'সমব্যথী' হওয়ার আগে যাতে প্রকৃত 'স্বাস্থ্যসাথী'র নিশ্চিতকরণ হয় সে ব্যাপারে দায়বদ্ধ হোক স্বাস্থ্য বিভাগ। প্রতিশ্রুতি, বিজ্ঞাপনে ক্লান্ত রাজ্যবাসীর একটা বড় অংশ দুয়ারে সরকার সম্পর্কে যাতে আগামীতে আশাহত হয়ে না ওঠে এ ব্যাপারে যুদ্ধকালীন তৎপরতা দেখতে চায় এ রাজ্যের শাসকদল সমর্থকের একটা বিশাল অংশ। বুক ফাটে তবু তাদের মুখ ফোটে না অবস্থা। স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা, রোগীদের সুচিকিৎসা এই শব্দবন্ধগুলি যেন সোনার পাথরবাটি হয়ে না যায়।

মতামত লেখকের নিজস্ব। সংবাদপত্র দায়ী নয়।

নিভিছে আশার প্রদীপ

প্রতিরুদ্ধ বাউল

যুব উৎসব বন্ধ হয়েছে আগেই। নয় বছর পর এবার বন্ধ হল জঙ্গলমহল উৎসব। কবেই উবে গিয়েছে মাটি উৎসব, সংস্কৃতি মেলা। একে একে নিভে চলেছে সরকার আয়োজিত উৎসব প্রদীপ। কারণ একটাই, অর্থাভাব। ফলে শীতের উৎসব মরশুমেও নিরাশায় ডুবছে শিল্পী মহল। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে পরিচয় পত্র, ভাতা দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল গ্রামীণ শিল্পীদের। চালু করেছিল বিভিন্ন গ্রামীণ উৎসব। যেখানে অনুষ্ঠান করে আয় করতেন শিল্পীরা। ধন্য ধন্য করতেন মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। কিন্তু সেই যে চিরন্তন প্রবাদ,

সপ্তাহের বাছাই

যা সয় তাই রয়। বা কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ। বিরোধীরা তাই বলছে যে সরকার নিজের আয়ের সংস্থান করতে পারে না তার এসব বিনোদন পালন মানায় না।

পরিবর্তনের পর মরে যাওয়া যুব উৎসব প্রাণ পেয়েছিল ব্লক থেকে রাজ্যস্তরে। শেষে কয়েক বছর জেলাস্তরে অনুষ্ঠিত হয়ে তার মৃত্যু ঘটল। একই ভাবে গত দুবছর জেলাস্তরে আয়োজনের পর এবার বন্ধ হয়ে গেল জঙ্গলমহল উৎসবও। এখন ভরসা শুধু বেসরকারি অনুষ্ঠানগুলো। তাদের ডাকের উপর নির্ভর করছে শিল্পীদের রুজি রোজগার।

সরকারি উৎসবের সুদিন যে আর ফিরবে না তা সম্প্রতি পরিষ্কার করে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট। এই রিপোর্ট বলছে কর বা অন্যান্য উৎস বাবদ নিজস্ব আয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। অনেকটাই নির্ভরশীল কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর। আর তার কি হাল তা সবাই জানে। অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগে আটকে যাওয়া অনুদান আদায় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে রাজ্যকে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে ছুটতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর দরবারে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে যে সরকারি অনুষ্ঠানের বেঁচে ওঠার আশা কম তা বুঝে গিয়েছেন স্বীকৃতি পাওয়া শিল্পীরা।

এখন সরকার সব ছেড়ে দিয়ে নিজের ইমেজ পুনরুদ্ধারে মন মজিয়েছে শহরের দুর্গাপুজোয়। পুজো অনুদান, কার্নিভালের চকচকে আলোয় মুখ দেখতে চাইছে সরকার। সরকারি দৃষ্টি থেকে ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ শিল্পীদের করুণ মুখগুলি। কেউ জানে না সেই মুখগুলো আর কোনোদিন ফিরে আসবে কিনা।

দেশ দেশান্তরে

মৃত্যু রটনা এবং....

প্রণব গুহ

নিছক গুজব নাকি সত্যি বাস্তব। সত্যি উদ্বেগ নাকি অন্য কোথাও সরে পড়ার নতুন কৌশল। ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার মাস্টারমাইন্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমকে নিয়ে এরকমই চর্চা চলল সপ্তাহভর।

সহসা রটে গেল পাকিস্তানে গোপন ডেরায় ঢুকে কে যেন বিষ খাইয়ে দিয়েছে দাউদকে। আর সেই বিষক্রিয়ায় হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খাবি খাচ্ছে দাউদ। যে ডেরায় নাকি মাছি গলতে পারে না সেখানে প্রবেশ করে দাউদকে বিষ খাওয়ানো কি সম্ভব! কল্পনা করতে কষ্ট হলেও পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা যেভাবে একের পর এক তথ্য উপস্থাপন করলেন তাতে রটনায় পড়ল বিশ্বাসের প্রলেপ।

কেন গাঢ় হল বিশ্বাস। কারণ গত ১৯ মাসে পাকিস্তানে নাকি অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে ভারতের শত্রু বলে পরিচিত ২০ জন সন্ত্রাসবাদী। শেষের ঘটনাটা তো রোমহর্ষক। পাকিস্তানের সবচেয়ে কড়া জেলের লৌহকপাটের আড়ালে জেলেরই কর্মী সেজে কে যেন বিষ খাইয়ে মেরে দিয়ে গেল এক কয়েদি সন্ত্রাসীকে। তারপর সেই কর্মীর আর কোনো হদিশ মিলল না। আবার অনেককে প্রকাশ্যে গুলি করে নাকি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আততায়ীরা। আর এসবের জন্য পাকিস্তান দুষছে ভারতকে। ভারত নাকি গোপন আততায়ী পাঠিয়ে খুন করছে এদের। যথারীতি এসব হত্যাকাণ্ডের দায় অস্বীকার করছে ভারত। এর আগে কানাডায় খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী হত্যার দায় ভারতের উপর একইভাবে চাপিয়েছিলেন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো। কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে তার কি প্রভাব পড়েছিল তা সকলেই জানে। ভিসা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল ভারত। পাকিস্তানের ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয় সেদিকে তাকিয়ে থাকবো আমরা।

তবে যে পাকিস্তান সেখানে দাউদের অবস্থানই স্বীকার করতে চায় না তারা কোনো খবর প্রকাশ করবে আশা করা অন্যায়। তাই এ নিয়ে অযাচিত চর্চা চলতেই থাকবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞমহলের ধারণা। এই খবর পরিকল্পিত গুজব হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ এই রহস্যজনক খুনের ধারাবাহিকতাকে কাজে লাগিয়ে ভুয়ো মৃত্যুর খবর রটিয়ে ডেরা বদলানোর চেষ্টা করতে পারে ধূর্ত দাউদ ইব্রাহিম। বহু অকাট্য প্রমাণ দেবার পরও দাউদকে ভারতের হাতে তুলে দেয়নি পাকিস্তান। তারাও স্বস্তি খুঁজছে এই রটনার মাঝে।

জিপিএস টোল

ভারতীয় রেল সহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় একের পর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। এই ধারা বজায় রেখে ২০২৪ সালে মার্চ মাসের মধ্যে আরো একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে বলে সূত্রে প্রকাশ। এখন নিশ্চিয়ই ভাবছেন যে সরকার কী এমন কাজ করতে চলেছে? এতে অপনারই বা কী লাভ হবে? সূত্র বলছে, সরকার একটি

জিপিএস ভিত্তিক টোল সংগ্রহ ব্যবস্থা আনতে চলেছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকড়ি জানান, হাইওয়ে টোল প্লাজার বর্তমান ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনে সরকার আগামী বছরের মার্চের মধ্যে জিপিএস ভিত্তিক টোল–ট্যাক্স সংগ্রহ ব্যবস্থাসহ নতুন প্রযুক্তি চালু করবে। মন্ত্রী বলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট সনাক্তকরণ ব্যবস্থার দুটি পাইলট প্রকল্পও চালিয়েছে যাতে যানবাহন না থামিয়ে স্বয়ংক্রিয় টোল আদায় করা যায়। ২০১৮–১৯ সালে টোল প্লাজায় যানবাহনকে গড়ে আট মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০২০–২১ এবং ২০২১–২২ সালে ফাস্ট ট্যাগ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে এই সময়টি মাত্র ৪৭ সেকেন্ডে নেমে এসেছে। যদিও টোল প্লাজাগুলিতে অপেক্ষার সময় কিছু জায়গায় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে, বিশেষত শহরগুলির নিকটবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে, তবুও পিক ভিড়ের সময় এটি বৃদ্ধি পায়।

গডকড়ি জানিয়েছেন, সরকার ১,০০০ কিলোমিটারের কম দৈর্ঘ্যের হাইওয়ে প্রকল্পগুলির জন্য বিল্ড–অপারেট এবং হ্যান্ড–ওভার (বিওটি) মডেলে ১.৫–২ লক্ষ কোটি টাকার সড়ক প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বান করবে।

পাঠকের কলমে

গোপনে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ম্যাপ

জমি–জায়গা মাপযোগের ক্ষেত্রে ম্যাপ হল অপরিহার্য । ম্যাপ তিন ধরনের হয় সি এস, আর এস এবং হাল (এল আর)। এদের মধ্যে সি এস ম্যাপই হল সবচাইতে পুরনো এবং নিখুঁত । অধিকাংশ আমিন সি এস ম্যাপ খোঁজেন মাপের সময় । কিন্তু বর্তমানে সি এস ম্যাপ অমিল । এই ম্যাপ থাকার কথা জেলা ভূমি দপ্তরের অফিসে (ডি এল অ্যান্ড এল আরও) সংগ্রহ করতে গেলে অফিসের কর্মীরা পাওয়া যাচ্ছে না বলেই দায় এড়িয়ে যান। কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সে বিষয়েও কোনো পথ নির্দেশ দিতে চান না । প্রশ্ন হল, গুরুত্বপূর্ণ ওই ম্যাপটি পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কোন প্রিন্ট নেই ? যদি না থাকে, নতুন করে ছাপা হচ্ছে না কেন? নাকি নির্ধারিত মূল্যের চেয়েও মোটা টাকার বিনিময়ে গোপনে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ওই ম্যাপটি ! এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সি এস ম্যাপ নিজ নিজ ব্লকের ভূমি দপ্তরের অফিসে রাখার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে যেকোনো নাগরিক ন্যায্যমূল্যে ওই ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারেন ।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর, আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

সরিষার দুটি মারাত্মক রোগ ও তার প্রতিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদনকারী শস্যগুলির মধ্যে সরিষা অন্যতম। অন্যান্য ফসলের মতো সরিষাতেও প্রধান কয়েকটি রোগ দেখা যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাতা ধ্বসা, শিকড় ফোলা, সাদা মরচে, ডাউনি মিলডিউ, পাউডার রোগ, কাণ্ড পচা প্রভৃতি। এরমধ্যে প্রধান রোগ হলো ধ্বসা রোগ। যার ফলে সরষের ফলন ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। সময়মতো জমি পরিদর্শন করে আগাম প্রতিকার ব্যবস্থা নিলে অধিকাংশ রোগ দমন করা সম্ভব। নিচে বিভিন্ন প্রকার রোগ, তার লক্ষণ ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

পাতা ধ্বসা রোগ : প্রথমে পাতার ওপর গোলাকার বাদামী মৃত দাগ দেখা যায়। ঐ দাগ ঘিরে থাকে হলুদ আভা। দাগগুলির আকৃতি বাড়ে এবং কতকগুলি কালো বা বাদামী বর্ণের সমকেন্দ্রিক বৃত্তে পরিণত হয়। কাণ্ড ও শুঁটিতে একই দাগ দেখা যায়। প্রকট আক্রমণে শুঁটি কালো হয়ে যায় এবং পচন ধরে। বীজ গুলি কুঞ্চিত ও ছোট হয়। ২০–৫০ শতাংশ ফলন কমে যেতে পারে। সাধারণত ব্রাসিকি ছত্রাক ধূসর বর্ণের এবং ব্রাসিকলা ছত্রাক কালচে বর্ণের দাগ তৈরি করে। বিনয় ও ঝুমকা জাতের পাতা ধ্বসা বেশি দেখা যায়। রোগটি বীজবাহিত। মেঘলা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগ বাড়ে।

প্রতিকার

(১) প্রতিরোধী জাত এবং নীরোগ বীজ লাগানো উচিত।

(২) প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৪ গ্রাম ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি মিশিয়ে বীজ শোধন করা হয়।

(৩) ২ কেজি ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ৫০ কেজি জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে ছায়ায় এক সপ্তাহ জড়ো রেখে বীজ বোনার সময় এক একর জমির মাটিতে মেশানো হয়।

(৪) সময় মতো বীজ বোনা, সুষম সার ব্যবহার ও ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা কার্যকরী।

(৫) আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড বা ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব বা ২ গ্রাম মেটাল্যাক্সিল বা ৩ গ্রাম আইপ্রডায়োন গুলে স্প্রে করা হয়।

শিকড় ফোলা রোগ : রোগটি মূলত অম্ল মাটিতে (পি. এইচ ৫.৭–৬.২) হলুদ সর্ষেতে দেখা যায়। বীজ বোনার এক মাস পরে রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়। গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়। গাছে ফুল আসতে চায় না। যদিও বা দেরিতে ফুল আসে, শুঁটির সংখ্যা, আকৃতি ও শুঁটির ভিতরে দানার সংখ্যা ও আকৃতি হ্রাস পায়।

কৃষকরা এখন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কৃষকদের সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলিও তাদের নিজেদের স্তরে সাহায্য করে। এরই ধারাবাহিকতায় মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যের কৃষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে। আসলে সরকারের এই পদক্ষেপ কৃষকের মাটির সঙ্গে জড়িত। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যে স্থানীয় স্তরে মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র বাড়াবে। যাতে কৃষকরা তাদের মাটি পরীক্ষা কম সময়ে করতে পারে। এ জন্য সরকার পোস্ট অফিসের মাধ্যমে টেস্টিং সুবিধা নিয়ে আসছে। কৃষকরা তাদের ক্ষেতের মাটির নমুনা তাদের নিকটস্থ স্থানীয় পোস্ট অফিসের সাহায্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাতে পারেন। এর পর বাড়িতেই রিপোর্ট পাওয়া যাবে। মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র যদি আপনার বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকে, এখন পোস্ট অফিসের সাহায্যে, আপনি সহজেই ক্ষেতের মাটির নমুনা পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠাতে পারবেন কোনো খরচ ছাড়াই এবং তারপর কৃষক তার মোবাইলে মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে পারেন। ফোন করতে পারে।

ঘরে বসেই রিপোর্ট পাওয়া যাবে

মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট বাড়িতেই পাওয়া যাবে

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ধনঞ্জয় মুন্ডে সম্প্রতি ফিনিক্স ফাউন্ডেশন কলেজ অফ এগ্রিকালচারে বলেছিলেন যে মাটির গুণমান উন্নত করার প্রয়াসে রাজ্য সরকার পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখন থেকে কৃষকরা স্থানীয় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে নিজ নিজ তহসিলের পরীক্ষা কেন্দ্রে মাটির নমুনা পাঠাতে পারবেন এবং তারপর সাত দিনের মধ্যে ঘরে বসেই তাদের মোবাইল ফোনে রিপোর্ট পেতে পারবেন। মাটি সম্পর্কে প্রতিটি তথ্য এই প্রতিবেদনে উপস্থিত থাকবে। যেমন মাটিতে কিসের অভাব রয়েছে এবং এতে কী ধরনের সার ব্যবহার করতে হবে এবং এই মাটিতে চাষ করলে কৃষক কোন ফসল লাভ করবে।

তহসিল পর্যায়ে কাজ করা হবে

মাটি পরীক্ষার প্রতিটি কাজ তহসিল স্তরে করা হবে। রাজ্যের সমস্ত তহসিলে যেখানে মাটি পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, সেই কেন্দ্রগুলিকে আরও নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে আপগ্রেড করার কাজ শুরু হবে। যাতে কৃষকরা কোনো ঝামেলা ছাড়াই কম সময়ে ঘরে বসে মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে পারেন।

সুন্দরবন দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার ছিল সুন্দরবন দিবস। সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। জয়নগর ১নং ব্লকের বহড়ু এলাকায় ও জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ এলাকায় এদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে এই দিনটির সূচনা হয়। জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সুন্দরবন দিবস পালন করা হলো বিডিওর মাঠে। উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তনয় মুখার্জি, মৌমিতা মুখার্জি,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল,বন্দনা লস্কর সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ। সুন্দরবন দিবসের গুরত্ব তুলে ধরেন দুই বিধায়ক। অপরদিকে জয়নগর ২ নং ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগেও সুন্দরবন দিবস পালন করা হলো বিডিও অফিসে। সেখানেও বিধায়কসহ, জয়নগর ২ নং ব্লকের বিডিও মনোজিত বসু, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, উর্মিলা রায়, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল , সহকারী সভাপতি আনাম আলী খান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ,ওয়াহিদ মোল্লা, কর্ণকান্তি হালদার সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিলেন। সুন্দরবনকে বাঁচাতে আরও বেশি করে গাছ লাগানোর দরকারের কথা বলেন অতিথিরা।

গত সোমবার সকালে সুন্দরবনকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ে পালিত হল সুন্দরবন দিবস।এদিন সকালে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস এর নেতৃত্বে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে সুন্দরবন বাঁচাও একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রায় এলাকার কয়েক হাজার স্কুল ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা অংশ গ্রহণ করেন। পরে মূল অনুষ্ঠানটি ক্যানিংয়ে বন্ধুমহল অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যেদিয়ে অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। ছিলেন ক্যানিং ১ বিডিও স্বাতি চক্রবর্তী,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,জয়িতা পাল মন্ডল,সাথী নস্কর,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ রায়,মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান স্বপ্না দাস,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

সুন্দরবন দিবস প্রসঙ্গে বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, 'আমাদের তথা দেশের গর্ব সুন্দরবন। সুন্দরবনে জন্মগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে। যাতে করে কোন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুন্দরবনকে বিনষ্ট করতে না পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। বন্ধ করতে হবে বৃক্ষনিধন। পরিবর্তে সুন্দরবন কে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ এবং বৃক্ষরোপন করতে হবে।বিশ্ব উষ্ণায়ণ এর কবলে পড়ে সুন্দরবন যাতে ধ্বংস না হয় তারজন্য সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে সুন্দরবন কে রক্ষা করার জন্য পাশাপাশি বর্জন করতে হবে প্লাস্টিকও।

ইঁট ভাটায় বিস্ফোরণ

প্রথম পাতার পর

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোনও শ্রমিকের মৃতদেহ থাকার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে এখনও আতঙ্ক কাটেনি। তাদের অভিযোগ, এই ইঁট ভাটাটির বয়স প্রায় ৩৫ বছর। তার উপর প্রায় বছর খানেক বন্ধ থাকার পর এটি খোলা পর্যন্ত এর কোনও সংস্কার বা সুরক্ষা যাচাই করা হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, এতদঞ্চলের প্রায় সব কটি ইঁট ভাটাই অবৈধ। এখানে শ্রমিক জীবনে সুরক্ষার বালাই নেই। এমনকী রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট অভাব। তাদের অভিযোগের আঙুল সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দিকেও। কারণ প্রশাসনিক নজরদারির অভাবেই এহেন নির্মম দুর্ঘটনা। তবে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস সহ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, এদিনের এই বিস্ফোরণের পর বৃহস্পতিবার এতদঞ্চলের সমস্ত ভাটাই বন্ধ ছিল।

মতুয়া মন্দির নির্মাণ ঘিরে

প্রথম পাতার পর

আসলে লোকসভা ভোটের আগে মানুষের মনে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে অভিমুখ নিজেদের অনুকূলে টানার এটা একটা অপ প্রচেষ্টা। রাজনীতির তো মূল লক্ষ্য এটা নয়। এগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছাড়া আর কিছু নয়।' এপ্রসঙ্গে জনৈক বাম মনোভাবাপন্ন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী সন্তোষ দাস তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এখন রাজনীতির ধরণটা মারি আর পারি কৌশলের মত। সকলেরই ধ্যানধারণা, এটা করলে বোধ হয় ব্যবসায় লাভ হবে। আমরা তো একেবারে ছোটবেলায় ইকবাল সাহেবের সেই গানটা শুনেছিলাম, রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতা রাম। ঈশ্বর–আল্লা তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান। এখন তো কেউ বাস্তববিক ধর্মকর্মের মধ্যে নেই। শুধু ধর্মীয় জিগির তুলে ধর্মের নামে গদি দখল আর গদি রক্ষা, এই কৌশলে ছুটছে। রাজনৈতিক দলগুলো কেউ আর নিজস্ব মতবাদ বা আদর্শের উপর ভরসা করছে না। এখন টাকা খরচ করে বুদ্ধি ধার নেওয়া হয়। এই যে দুয়ারে সরকার টরকার এগুলো পিকের বুদ্ধি। আমরা যারা ইডিওলজি নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলাম, এখন আর সেসব কিছু মাথায় আসছে না।'

এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, প্রথমতঃ বিষয়টা হল এই যে, বনগাঁর বুকে ঠাকুরের মন্দির হচ্ছে, এটা সাধু উদ্যোগ। কারণ ঠাকুরের নাম প্রচার হবে। তা সে যেভাবেই হোক না কেন। এটা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর যাই হোক না কেন, ভাল মন্দির হচ্ছে, ঠাকুরের বিগ্রহ বসবে, এটা তো ভাল বিষয়। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে যে এই মন্দির নির্মাণ করার উদ্যোগ, মতুয়া ভোটকে নিজেদের দিকে টানার যে একটা প্রচেষ্টা এটা বলা যেতেই পারে। তবে মতুয়ারা এখন যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতন। তারা এখন নিজেদের ভালমন্দ বোঝে। প্রাথমিকভাবে যে হিসাবটা সামনে আসছে, তা হল, মতুয়াদের ভোট ব্যাঙ্কটা ভাঙার একটা চেষ্টা চলছে। তবে আমার মনে হয়, এতে খুব বেশি একটা পরিবর্তন হবে না। বিজেপির উপর থেকে মতুয়াদের মনোভাব এভাবে সরবে না। মন্দির করে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বিপক্ষের সমস্ত ভোট নিজেদের পক্ষে চলে আসবে, সেটা সম্ভব নয়। তবে মন্দির নির্মাণ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ফলে ঠাকুরের যে প্রচারের ব্যপ্তি হবে এতে কোনও শংসয় নেই।'

ফুটপাথবাসীদের আশ্রয় নিবাস

প্রথম পাতার পর

তাঁর অভিযোগ, যে দফতর এটা দেখাশোনা করে তাদের নির্দেশ দিন, সারপ্রাইজ ভিজিট' করে দেখুক সত্যিই সত্যিই ওখানে ফুটপাতবাসী আছে? না অন্য কেউ আছে?

এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ কল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার লক্ষ্য কলকাতার আশ্রয়হীন রোদ–বৃষ্টি–জল– ঝড়–শীতে কচিকাঁচাসহ ফুটপাথবাসীদের আশ্রয় দান করার ব্যবস্থা করা। কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষর 'আশ্রয়' নাম গৃহে কলকাতার আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার মধ্যে ১২টি 'সেল্টার ফর আর্বান হোমলেস'(এস.ইউ.এইচ.) আছে। এরমধ্যে সুডা'র (স্টেট আর্বান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি) ন'টি। তারা মেনটেন্স ও তাদের কস্ট বেয়ার করে। এখানে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এনজিও গুলিকে দেখাশোনা দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভালো রকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেই এনজিও গুলিকে দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেটারও কস্ট বেয়ার করে সুডা'।

তবে খবর এসেছিল, একটা আশ্রয়ে ফুটপাথবাসীদের না রেখে, টাকার বিনিময়ে সাধারণ লোকেদেরও রেখে দেওয়া হয়েছে। এটার বিষয়ে সুডাকে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। মহানাগরিকের নেতৃত্বে এই এনজিও'র বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো বলে জানান মিতালী দেবী।

সুডা'র কস্টে চলা ন'টি আশ্রয় হল : (১) ১৩, রাজা মহীন্দ্র রোড, কলকাতা – ৩৭, প্রথমতল(এখানে থাকার ক্ষমতা আছে ২৬ জনের কিন্তু রয়েছে ৪৬ জন)। এখানে ফুটপাতবাসীদের খাওয়াদাওয়া কোনও সমস্যা নেই। (২) গৌরীবাড়ি লেন, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড ক্রসিং, গার্ডেনরিচ, বাংলা বাড়ি (এখানে থাকার ক্ষমতা ৩৫ জনের আর আছে ওই ৩৫ জনই)। (৩) ১৩, রাজা মনীন্দ্র রোড, কলকাতা – ৩৭, দ্বিতীয়তল (এখানে থাকার ক্ষমতা রয়েছে ২৬ জনের আর আছে ওই ২৬ জনই)। (৪) ১, রাজা রামমোহন সরণি, ওয়ার্ড – ৪৯ (এখানে থাকার ক্ষমতা রয়েছে ১১০ জনের আর রয়েছে ১০৩ জন)। (৫) ২৪২, কালীঘাট রোড, চতুর্থ ও পঞ্চমতল (কালীঘাটের এই দু'টিতে থাকার ক্ষমতা রয়েছে ২৪০ জনের, আছে ২০৫ জন)। (৭) ১,৬৪১/৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, পূর্বাচল (এখানে থাকার ক্ষমতা রয়েছে ৭০ জনের, আছে ওই ৫০ জন)। (৮) সুকান্তনগর, বিধাননগর (এখানে থাকার ক্ষমতা রয়েছে ৮০ জনের, আছে ৬৬ জন)। (৯) ৫বি, লাদাফ হোসেন রোড, কলকাতা : ৮৫, ওয়ার্ড : ৩৪ (এখানে থাকার ক্ষমতা রয়েছে ১২০ জনের কিন্তু এখনও পর্যন্ত আছে মাত্র ১০ জন। কয়েক দিনের মধ্যে আরও দু'জন বৃদ্ধি পাবে)। সমাজকল্যাণ দফতর সূত্রে খবর, রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে এরকম আরও দু'টি 'সেল্টার ফর আর্বান হোমলেস' তৈরি করা হবে।

এছাড়াও রাজ্যের শিশু ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতর দ্বারা পরিচালিত হওয়া কলকাতাস্থিত তিনটি এস.ইউ.ভি. হল : (১) গালিফ স্ট্রিট (এখানে থাকার ক্ষমতা রয়েছে ৪০ জনের আর আপাতত আছে ২৯ জন)। (২) ১৯–বি, চেতলা হাট রোড, কলকাতা – ২৭, ওয়ার্ড : ৮২ (এখানে থাকার ক্ষমতা রয়েছে ৮৩ জনের আর রয়েছে ওই ৮৩ জনই)। এবং (৩) নর্দান পার্ক।

তৃণমূলের নতুন সভাপতি বাছাই নিয়ে ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

চিত্তবাবুর বক্তব্য, গদ্দার তো সওকাত মোল্লা, কারণ উনি সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে এসেছেন। চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার বলেন, নবকুমার বেতালের স্ত্রী যিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন, তার আমলে বিষ্ণুপুর–২ পঞ্চায়েত সমিতি ২৯টি ব্লকের মধ্যে ২৮তম স্থানে এসেছে। তাকেই আবার জেলার কর্মাধ্যক্ষ করা হলো। চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার বলেন, মমতা ব্যানার্জীর আদর্শে আমি আজীবন দল করব। তবে কারো দাসত্ব করতে পারব না। আমি এখনও নিজেকে দলের সভাপতি মনে করি। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর বলেন, যেটা হয়েছে ঠিক হয়নি। সকলের সঙ্গে আলোচনা করলে ভাল হত। আমি তো বিধায়ক হিসাবে দলের চেয়ারম্যান। আমাকেও কিছু জানানো হল না। খুবই দুঃখের বিষয়। এই প্রসঙ্গে নবকুমার বেতাল জানান, আমি দলের পরীক্ষিত সৈনিক। যারা অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশ মানেন না তাদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

পরে বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর প্রতিবেদককে জানান, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় তাকে নাকি ফোন করে জানান, অভিষেক ব্যানার্জীই স্বয়ং সওকাত মোল্লাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন, বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নবকুমার বেতালকে দায়িত্ব দেবার কথা।

পুলিশের চেনা মুখ বদলাবে কি

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে রাজনীতিকদের কাছে পুলিশ মানেই ক্ষমতার লেঠেল। ব্রিটিশরা যে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে ভারতীয়দের ঠাণ্ডা করতো স্বাধীনতার পর সেই সরকারি ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীই ব্যবহৃত হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক সাধারণ ভারতবাসীর উপরে। তাই আপামর ভারতবাসীর কাছে পুলিশ মানেই সন্ত্রাসের অবতার। সংসদে যখন এই বিল পেশ করা হলো তখন বেশির ভাগ বিরোধী সাংসদই বহিস্কৃত হয়ে ছিলেন সংসদের বাইরে। যদিও এখনও পর্যন্ত বিরোধী দলের তরফ থেকে বিলের বিরোধীতা করে কিছু বলা হয়নি। তবে রাজনীতিক মাত্রই পুলিশকে যে চেহারায় দেখতে চায় এই বিলে তার অন্যথা হলে কেউ ছেড়ে কথা বলবে না।

এর আগেও এদেশের পুলিশ নিয়ে নানা চর্চা হয়েছে। পুলিশের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সুপ্রিম কোর্ট পুলিশকে রাজনীতিকদের কব্জা থেকে বার করে আনতে একটি নিরপেক্ষ বডির হাতে পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ভার দিতে বলেছিল। প্রত্যাশিত ভবে কোন রাজনৈতিক দলই তাকে পাত্তা দেয়নি। ফলে পুলিশ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক পরামর্শএবং রায় পদদলিত হয়েছে রাজনীতিকদের পায়ের তলায়। স্বাভাবিক ভাবেই ৭৫ বছর ধরে পুলিশের মুখ বদলায়নি। ব্রিটিশের শাসক বন্ধু পুলিশ রয়ে গেছে দেশীয় শাসকের বন্ধু হয়ে। নতুন বিলে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, পুলিশ হবে মানুষের জন্য। সে কথা আদৌ খাটবে কিনা বোঝা যাবে এই আইন প্রয়োগের পর।

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

প্রকাশিত হয়েছে

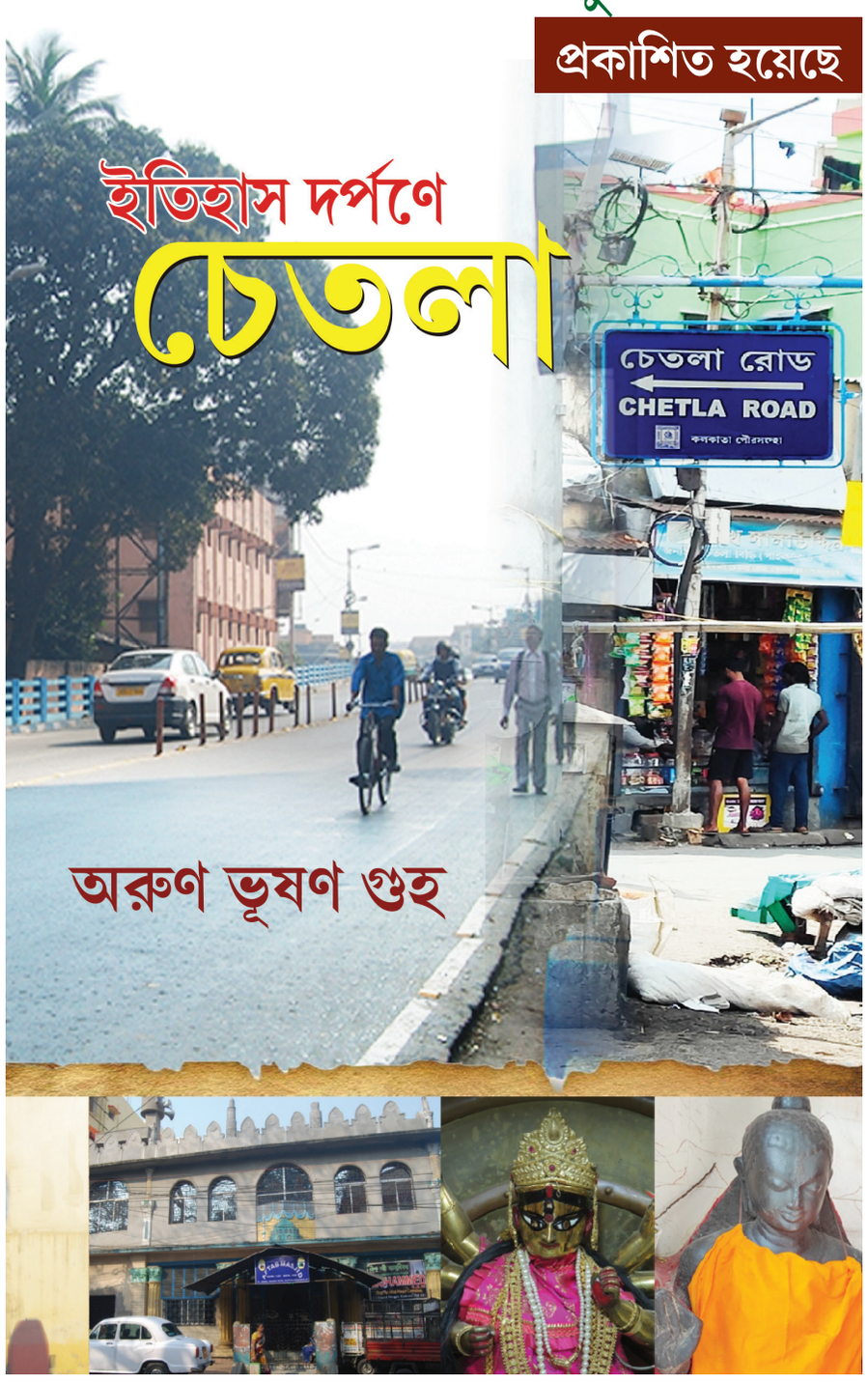

দোকানে ও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

বাসন্তীর কৃষ্টি মেলার উদ্বোধনে জাদু সম্রাট

মেলায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, থাকছে কেন্দ্রের কাজের বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ পেরিয়ে ২৭ বছরের সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসবের সূচনা হল ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ বাসন্তীতে চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ঝুমুর নাচ এবং এনসিসি ক্যাডারদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বরণ করে নিল জাদুকর পিসি সরকার (জুনিয়র), জাদুকর জয়শ্রী সরকার, প্রাক্তণ বিচারপতি সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্যকে। জাদুকরকে সুন্দরবনে স্বাগত জানাতে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল গণ সংবর্ধনা। ১০০ জন এলাকাবাসী ১০০টি গোলাপ তুলে দেন জুনিয়রের হাতে। এছাড়াও তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয় সুন্দরী গাছের পাতা দিয়ে তৈরি রাজমুকুটে। তিনি তাঁর চিরাচরিত আবেগ বিহ্বল

বক্তব্যে পিতৃতপর্ণের মধ্যে দিয়ে সকলের মধ্যে থাকা পিসি সরকারকে প্রস্ফুটিত করবার জন্য বলেন। জাদুকরদের সামনে পেয়ে ভিড় উপচে পড়ে। সকলেই তাদের মাঝে নিজের লোককে পেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে উঠে। মেলায় উপস্থিত অতিথিরা তুলে ধরেন এই মেলার গুরুত্ব কতটা। সরকারি আধিকারিকরা তুলে ধরেন উন্নয়নের পথ। 'কুলতলী মিলনতীর্থ সোসাইটি' আয়োজিত এই মেলা বারবারই সুন্দরবনের মানুষের দাবি আদায়ের মঞ্চ হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। ইতিপূর্বেই বিভিন্ন দাবিও পূরণ হয়েছে। তৈরি হয়েছে রাস্তা, স্কুল সহ আরও কিছু। এবছর দাবি উঠছে ক্যানিং মহকুমায় ফৌজদারী আদালত গড়ে ওঠার। কারণ এখানে ফৌজদারী আদালত না থাকায় সমস্যায় পড়ে অনেকে। যেতে হয় সেই আলিপুরে। এছাড়াও সুন্দরবনের রেলপথ সম্প্রসারণের দাবিও আছে যা অর্ধেকটা হয়ে পড়ে রয়েছে। মেলার প্রধান উদ্যোক্তা তথা মেলার চেয়ারম্যান লোকমান মোল্লা বলেন, 'সুন্দরবন বারবারই বঞ্চিত, এখানে প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে, মানুষ কার্যত দিশেহারা। এখানে শিল্প হবে না, ফলে কৃষি নির্ভর হয়েই থাকতে হবে মানুষকে। তাই আমাদের এবারের প্রধান দাবি উপকূলীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হোক সুন্দরবনে। তাহলে এখানকার ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক কৃষিতে আগ্রহী হবে।' তিনি আরও বলেন, 'সুন্দরবনে থমকে যাওয়া রেলপথ সম্প্রসারণের কাজকে ত্বরান্বিত করা ও মহকুমা আদালতের দাবিকে জোরদার করতে এখান থেকেই আওয়াজ তোলা হচ্ছে।'

এই মেলার ৪০টিরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক স্টল রয়েছে। এছাড়াও ২৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রয়েছে বেকারদের জন্য চাকরির সুযোগ যা অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ওই দিন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থায় বেকারদের চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।

মহানগরে

লক্ষ্মীর ভান্ডারের আপডেট পেতে বরো অফিসে যান

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে যারা বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা এবং লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছেন তাদের সম্পূর্ণ তালিকা কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে অবিলম্বে প্রকাশ না করলে চলতি মাসের ১৫ ডিসেম্বর থেকে যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলছে তাতে পুনরায় ওই সকল ব্যক্তির আবেদন করার যেকোন প্রয়োজন নেই, তার নির্দেশ কলকাতা পৌরসংস্থা পক্ষ থেকে পৌরপ্রতিনিধিদের জানিয়ে দেওয়া উচিত।

কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে বলেন, যারা সপ্তম দফায় দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আবেদন করেছেন তারা আবার এসে জিজ্ঞাসা করছেন তাদের কী হবে? আমরা আবার আবেদন করবো, না করবো না। কারা পাবে পৌর প্রতিনিধিদের কাছে তাদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চলে আসা উচিত। যারা গত সেপ্টেম্বরে এই তিনটি বিভাগে নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে কারা পাচ্ছেন? তাহলে তাদের দ্বিতীয়বারে আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তা না হলে পৌর প্রতিনিধিরা খুবই ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন। সুতরাং, যারা পাচ্ছেন, তাদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ওয়ার্ডভিত্তিক পৌর প্রতিনিধিদের কাছে থাকা উচিত।

এই প্রস্তাবের পরিপেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পরিষ্কার করে বলেন, যারা সপ্তম দফায় দুয়ারে সরকারে এই তিনটি বিভাগে আবেদন করেছিলেন, বর্তমানে নিজ নিজ বরো অফিসে গিয়ে তাদের আবেদনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। বা তাদের আবেদন বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে, তার একটি প্রিন্ট কপিও পেতে পারেন। মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, যেহেতু সকল আবেদনপত্র আধার নম্বর'সহ আছে তাই আবেদনকারীর সম্মতি বিনা কলকাতা পৌরসংস্থা এটার পূর্ণাঙ্গ লিস্টের ডাটাবেস পৌরপ্রতিনিধিদের দিতে পৌর সমাজকল্যাণ দফতরের অসুবিধা রয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থাই ক্রেতা সুরক্ষা বিঘ্নিত করছে : অভিযোগ

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থা ক্রেতা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করছে। সেজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অর্থের বিনিময়ে কেনা ফ্ল্যাটের আবাসিকরা বিবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। ১৬ ডিসেম্বর পৌর মাসিক অধিবেশনে এ অভিযোগ করলেন ১৩ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষা ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি কলকাতা পৌরসংস্থা নিজস্ব মাসিক পত্রিকা 'পুরশ্রী'র উপদেষ্টা রত্না সুর।

পৌর অধিবেশনের প্রস্তাবে তিনি বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিকের নেতৃত্বে চলা বিল্ডিং বিভাগ বিভিন্ন বহুতলের অনুমোদিত গ্যারেজ বা পার্কিং স্পেসের চরিত্র বদল করে তা দোকান, ব্যবসা স্থল বা দারোয়ানের ঘর ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন দিচ্ছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ফ্ল্যাটের আবসিকরা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং ক্রেতা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন হচ্ছে। দোকানের ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা এবং ওই ফ্ল্যাটের অন্যান্য আবাসিকরা অত্যন্ত শান্তিভঙ্গের মধ্যে পড়ছেন। একটি গ্যারেজের যে শান্তিটা থাকে, সেটা একটা দোকানের ক্ষেত্রে থাকে না। অনেকেই ফ্ল্যাটের নিচে গ্যারেজ দেখে ফ্ল্যাটটি কিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্যারেজটি কনভার্ট করে একটি দোকান বা ব্যবসাস্থল হিসাবে কলকাতা পৌরসংস্থার থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে কিন্তু 'ক্রেতা সুরক্ষা আইন'কে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মূল দোকানের সামনের দিকে একটা অস্থায়ী সেড করে দোকানের সামনের রাস্তাটাও দখল করে নেয়। ফলে এই গ্যারেজ গুলি একটা সমস্যার কারণ হয়। সেক্ষেত্রে বহুতল আবাসনের বা পার্কিং স্পেসে ব্যবসা করার অনুমোদন যখন দেওয়া হবে তখন ওই ফ্ল্যাটের আবাসিকদের থেকে এন.ও.সি. নেওয়া দরকার।

রত্না সুর আরও বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে পার্কিং স্থলকে ব্যবসার স্থল হিসাবে কনভার্ট করা হয়েছে সেখানে জলের কানেকশন নিয়ে বসবাসও করছে অনেকে। এগুলিতে নজরদারি করা দরকার। ব্যবসার জায়গায় বসবাস কেন? এটা আইনসম্মত নয়। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে। জায়গাটি ব্যবসার জন্য কনভার্ট করা হয়নি। অথচ লাইসেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যবসা করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আর গ্যারেজেই বা ব্যবসা করার অনুমোদন দেওয়া হল কী করে? রত্না সুর বলেন, আমার দাবী ফ্ল্যাটের প্রত্যেক আবাসিকদের মতামত নিয়েই গ্যারেজের চরিত্র বদল করা হোক। আমার আরও মনে হয়, বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের এন.ও.সি. বিনা এই গ্যারেজ স্পেসে ব্যবসার অনুমোদন দেওয়া না হয়।

এই বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বড়বাজার এলাকার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝা বলেন, রত্নাদি আজ যে বিষয়টি নিয়ে পৌর অধিবেশনে উত্থাপন করলেন তা বড়বাজার এরিয়ায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহুকাল যাবৎ। বহুবার পুলিশকে বলেছি, কোনও ব্যবস্থা হয়নি। কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের কোনও আইনকে ওই দফতর মনে করে ওটা ওদের কানুন, ওরাই ওই কানুনের রচয়িতা। বড়বাজারে আজ রেসিডেন্সিয়াল আবাসনকে হটিয়ে কমার্সিয়াল আবাসন করা হচ্ছে। এখানে ১০০ ফুটের রাস্তা মেরেকেটে ৩ ফুট রয়েছে। গ্যারেজের জায়গায় গ্যারেজই রাখতে হবে। কোনও রকম কনভার্ট এখানে করা ঠিক হবে না। গাড়ির গ্যারেজেই থাকবে। রাস্তায় নয়। তবেই রাস্তার জায়গা রাস্তাতেই থাকবে।

এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, সাধারণত আবাসনের গ্যারেজের বা পার্কিং স্পেসের চরিত্র বদল করে দোকান ঘর বা ব্যবসার কেন্দ্র বা স্কুল ঘর তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয় না। তবে যদি এমন কোনও আবেদন আসে, তবে পৌর বিল্ডিং রুল অনুযায়ী ওই বহুতলের প্রতিটি মালিকের অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদন বিবেচনা করা হয়। তবে সেটা হেয়ারিং অফিসারই করবে। কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমোদন ব্যতীত কেউ যদি গ্যারেজ বা পার্কিং স্পেসের চরিত্র বদল করে তবে কলকাতা পৌরনিগম আইনানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কলকাতা পৌরসংস্থা পার্কিং স্পেসে দোকান করার অনুমোদন দেয় না। এটা যদি হয়, তবে সেটা পুরোপুরি ইললিগাল। আর এই ইললিগাল কাজ করাটা মানুষের হ্যাবিটে পরিণত হয়েছে। আর ট্রেড লাইসেন্স তো এখন অনলাইনে পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে ক্যানসেল হয়ে যাবে। ট্রেড লাইসেন্স পেতে এখন হেয়ারিং হয় না। যদি হেয়ারিয়ে দেখা যায়, ওটা ইললিগাল হয়েছে তবে পার্কিং স্পেসে নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে।

ট্রেড লাইসেন্সটা পেয়ে গেল মানে আইনি অধিকার পেয়ে গেল ওটা নয়। বিল্ডিং আইনেই বলা আছে, গ্যারেজে বা পার্কিং স্পেসে ব্যবসা করার অনুমোদন দিতে পারা যায় না। তবে এটা কলকাতার বড়বাজার এলাকায় এমন বহু ঘটনা দেখা গেলেই স্পেসিফিক কমপ্লেন কেউই করে না। পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লেন্স বার্তা

রং-তুলি : কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ফেস্টিভ্যালের শেষ দিনে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে কচি কাচাদের নিয়ে ছিল অঙ্কন প্রতিযোগিতা। এছাড়াও শেষ দিন জাদু প্রদর্শনী সহ নাচে গানে ভরে উঠেছিল সন্ধ্যা। এদিনই অংশগ্রহণকারীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

সম্পত্তিক্ষয় : উত্তরের কাশীপুর–বেলগাছিয়া অঞ্চলে নয়, নিরাপত্তার চাদরে মোড়া পূর্বের বৈষ্ণবঘাটা –পাটুলি থেকে এইরকম প্রায় ৪০০টি কলকাতা পৌরসংস্থার প্রায় ২০ লক্ষ টাকার জলের মিটার বেমালুম চুরি হয়ে গেল। কলকাতায় কড়া শীত নেমে আসতেই আশেপাশে এলাকা সন্ধের পর নিস্তব্ধ হতেই বেড়েছে চুরি। খোঁজ চলছে চুরি বাঁচিয়ে মিটার লাগানোর জায়গার।

ডিজিটাল প্রণামী : প্রাচীন চন্ডী পূজোয় আধুনিকতার ছোঁয়া, প্রণামী প্রদানের জন্য রাখা হয়েছে কিউআর কোড, একের পর এক উঠে চলেছে মায়ের সঙ্গে প্রিয়জনদের সেল্ফি।

রামের চরণ : ওঙ্কার মিশনের পক্ষ থেকে শ্রীরামের চরণ পাদুকা পূজনের আয়োজন করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ২২ ডিসেম্বর ২০২৩'এ। বিভিন্ন মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা অংশগ্রহণ করেন এই পূজায়।

ছবি : অরুণ লোধ

নো পরোয়া : পুলিশকে তোয়াক্কা না করেই হাইরোডে চলছে হেলমেটহীন বাইক আরোহী, নিচ্ছে মর্জি মতো ইউ টার্ন, কোলাঘাটের কাছে।

ছবি : অভিজিৎ কর

শহরী রোজগার যোজনার বেতন আটকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ শহরী রোজগার যোজনার কর্মীরা কমবেশি তিন মাস বেতন পাচ্ছেন না। কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার ওয়ার্ড পরিষ্কার রাখাটা এই 'শহরী রোজগার যোজনা'র অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদের কাজে মন দিতে পারছে না। কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেসের পৌরপ্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠকের বক্তব্য, প্রায় তিনমাস যাবৎ শহরী রোজগার যোজনার অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজের নিযুক্ত শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না। এর ফলে তাদের চূড়ান্ত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে, ওয়ার্ড পরিষ্কার রাখায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ওয়ার্ড পরিষ্কার রাখার স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা খুবই কম। সেই জন্যই ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। আবার তারা মাসিক বেতন সময় মতো না পেলে, ওই কর্মীদের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদের কাজে মন দিতে পারছেন না। এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা ঠিক যে ১০০ দিনের কর্মীদের বেতন যদি সময় মতো না দেওয়া যায়, তবে একটা মানসিক অবস্থা খারাপ হয়। গরিব মানুষদের খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এটা ঠিক আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকেও এটা বোঝা উচিত। যদিও সন্তোষ কুমার পাঠক যেটার বিষয় প্রশ্ন করেছেন, তার ৭২ শতাংশ শ্রমিক টাকাটা পেয়ে গেছে। আর ২৮ শতাংশ শ্রমিক অক্টোবর মাসের বেতনটা এখনও পায়নি। মহানাগরিক হিসেবে জানান, তার কারণ হচ্ছে, বরো গুলি থেকে যে বিলটা আসে, অ্যাডেড এরিয়ার বরোগুলি থেকে তা আসতে একটু দেরি হয়েছে। এটা আজ ১৬ ডিসেম্বর এসে গিয়েছে। আজ হয়ে গেলে ১৮ ডিসেম্বরের পরে তারা আশা করি পেয়ে যাবেন।

মার্চেই শেষ করতে হবে একাদশের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সংসদ গত ৪ ডিসেম্বর রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো স্কুল গুলিতে এক নোটিশ পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, প্রতিটি বিদ্যালয়কে ২০ মার্চ, ২০২৪ বুধবারের মধ্যে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে। শুধু লিখিত নয়, ওই তারিখের মধ্যেই শেষ করতে হবে প্রোজেক্ট ও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা।

সুতরাং স্কুল গুলিকে মূল লিখিত পরীক্ষার আগেই বিভিন্ন বিষয়ের প্রোজেক্ট ও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিয়ে নিতে হবে এবং তার মূল্যায়নও করে ফেলতে হবে। আবার লিখিত পরীক্ষা শেষ করে দিন ১৫ – ২০ দিনের মধ্যে তারও মূল্যায়ন করে নিতে হবে। কারণ ১ – ২৫ এপ্রিলের মধ্যে 'সংসদের ওয়েবসাইটে' সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ের প্রোজেক্ট, প্র্যাকটিক্যাল ও লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর আপলোড করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ২৪ মে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন সাংবাদিক সম্মেলনেই সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ঘোষণা করেই দিয়েছিলেন ২০২৪ সাল থেকে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনা প্রভৃতি যাবতীয় দায়দায়িত্ব স্কুলগুলির ওপরই থাকবে। সংসদ কেবল লিখিত পরীক্ষার শেষ দিনটা নির্দিষ্ট করে দেবে। কিন্তু পরীক্ষার রুটিন স্কুলকেই তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র নিজনিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাদেরই তৈরি করতে হবে। আগের মতো সংসদ আর প্রশ্নপত্র তৈরি করে দেবে না। পরীক্ষার 'ব্ল্যাঙ্ক অ্যানসারসিট' স্কুলকেই বন্দোবস্ত করতে হবে। পরীক্ষার খাতার মূল্যায়ন আগের মতো স্কুলগুলিকেই করতে হবে। আর সেই খাতা গুলি স্কুলকে যত্ন করে রেখে দিতে হবে। প্রয়োজনে সংসদ চাইতে পারে। আগে কিন্তু সংসদের খাতা সংসদকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হতো নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে।

২০২৩ সাল পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা হত। ২০২৪ সাল আর তেমন ভাবে হবে না। ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। সময় : দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে ১৫ মিনিট। ২৪ মে ওই সাংবাদিক সম্মেলনেই ২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিন ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিকে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল ১১ টা ৪৫ থেকে।

যাওয়া আসার পথে পথে

ছিপ ফেলতে দাদখালিতে

দীপংকর মান্না

আপনি ছিপ ফেলতে ভালোবাসেন? ফাতনার দিকে চেয়ে থাকতে পারেন অনেকক্ষণ?মাছ ধরা আপনার নেশা? আপনার ধৈর্য– সময়–বেড়ানোর ইচ্ছা আছে? তাহলে আপনি ছিপকে বগলদাবা করে, কলকাতার 'পাস' পুকুর বা সাঁতরাগাছি ঝিলের মায়া ত্যাগ করে সোজা চলে আসুন দাদখালি 'দ'। আমতার ছোটমহরা–মল্লগ্রাম–চাকপোতা– জগন্নাথপুর লাগোয়া ৫১ বিঘার দাদখালি 'দ' এলাকার বিস্ময়।

ভাবছেন 'দ' আবার কি? কৃষ্ণ– কেষ্ট– কানুর মতো হেথায় দিঘি– দহ–দ।বলা ভালো বড় জলাশয়।দাদখালি 'দ' বড় জলাশয়। এই দ'য়ে আছে বড় বড় রুই কাতলা।আছে লোভনীয় খয়রা মৌরলা সরপুঁটি। হাত ছিপে দু'কেজি–তিন কেজি, হুইলে আট কেজি দশ কেজি, পাকা ছিপেলরা খুপি বা খোঁপে পনের কুড়ি কেজি পর্যন্ত মাছ ধরেন হামেশাই।চুপি চুপি বলে রাখি এই মাছ ধরতে লাগেনা কোন টাকা। জাল ছাড়া একেবারে বিনা পয়সায় মাছ ধরা যায় যতখুশি।

দাদখালি 'দ' নিয়ে চালু আছে মজার মজার কিংবদন্তি। তাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত কিংবদন্তি– জলের নীচে বাস করে যক্ষের দল।কোনও এক সময়ে দ'য়ের বাঁধ দিয়ে পালকি করে যাচ্ছিল নতুন বর কনে। সঙ্গে বাজনার দল।যক্ষর দল বর কনে দেখতে চায়।কাহাররা (পালকি বাহক) নামায়নি পালকি। রেগে যায় যক্ষের দল।তারা বর কনে সহ সবাইকে নামিয়ে নেয় জলের তলায়। গভীর রাতে তাই নাকি শোনা যায় বাজনার শব্দ। কিংবদন্তি যাই থাক, জলের নীচে যে মন্দির ও গাছ আছে তার প্রমাণ পেয়েছে এলাকাবাসী।বছর চল্লিশ আগে টানা জাল দেওয়ার সময় জাল আটকে যায় গাছে।আনতে হয় ক্রেন।নামাতে হয় ডুবুরি। উঠে আসে কিছু ফসিল।

দাদখালি 'দ' এর নামকরণ জানা যায় নি। যতদূর জানা যায় এলাকাটি আগে ছিলো 'খালি'।বন বাদাড়ে ভর্তি। কোন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে তৈরি হয় 'খাদ'। ক্রমে 'খাদ' রূপান্তর হয় বড় জলাশয়। 'খালি' জায়গা থেকে 'দাদখালি' হতে পারে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে 'খাদ' হয় তা দেখা যায় ১৯৭৮ সালে। ওই বছর ভয়াবহ বন্যায় দ'য়ের পাশ্ববর্তী বাঁধের জল নিকাশির 'কালভার্ট' ভেঙে তৈরি হয় নতুন 'খাদ'।এই 'খাদ' টি ছোট 'দ' নামে খ্যাত। আসল দ ও নতুন দ'য়ের মিলনস্থলে আছে এক বড় আশুত গাছ।ওটাকে বলে 'মাকাল' তলা। কেউ বলে 'মাকাল বুড়ি' তলা। স্থানীয়রা ওখানে মনসা পুজো করে। কেন মাকাল তলা জানা যায়নি। আবার এটাও ঠিক 'মাকাল' হচ্ছে মৎসের দেবতা।

জানা যায় দাদখালি দ'য়ের মালিক ছিলেন মল্লগ্রাম গ্রামের প্রয়াত তারাপদ পাত্র, প্রয়াত কালীপদ পাত্র এবং ছোটমহরা গ্রামের প্রয়াত ডাঃ কেশব সরকার। এখন তাদের বংশধররা দেখাশোনা করেন। সরকার বাড়ির বংশধর পেশায় স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুমন সরকার বলেন, দাদখালি 'দ' মানেই আলাদা নস্টালজিয়া–দয়ের স্বচ্ছ স্ফটিক জল, শত শত পানকৌড়ির লাফালাফি ব্যস্ত সময়কেও টেনে নেয় কিছুক্ষন। পাত্র বাড়ির বংশধর প্রাক্তন শিক্ষক মানস পাত্র জানান, দ'য়ে রুই কাতলা–র পাশাপাশি পাওয়া যেত বড় বড় চিতল ও ভেটকি। 'দ' থেকে অবলুপ্ত হয়েছে সুস্বাদু অমলেশ ও বাঁশপাতা মাছ।

তাহলে আর দেরি কেন? ওই দেখ স্বচ্ছ জলে 'ঘাই' দিচ্ছে রুই কাতলা। চিক মারছে লোভনীয় খয়রা পুঁটি মৌরলা। তবে একটা কথা বলে রাখি বর্তমানে 'দ' টি চলে লিজে। দয়ের পাড়ে মাছ ধরার জন্য আছে ব্যক্তিগত বাঁশের শতাধিক চার বা চারা।মাছ ধরতে এলে আগেভাগেই লিজের মালিক ও চার বা চারা মালিকের সাথে কথা বলে নেওয়াই ভালো।দয়ের পাড়ে কমল ধঁকের চায়ের দোকান।কমল বেশি পরিচিত 'তেরেরাম' নামে।তেরেরামকে জাপটে ধরলে মাছ ধরার ব্যবস্থা হয় সহজেই।

দয়ের কাছেই জগন্নাথপুরে 'বনবীথি পার্ক'। পিকনিকের মনোরম পরিবেশ। পিকনিক করতে হলে অনুমতি লাগে পার্ক কতৃপক্ষের। হাওড়া থেকে ঝিখিরা,নারিট বা ডিহিভূরশুট বাসে আমতা।

কলকাতার ধর্মতলা, নিউটাউন, এয়ারপোর্ট বা মুকন্দপুর থাকেও আসা যায় আমতা। আমতা থেকে সহজেই আসা যায় দাদখালি 'দ'।

মাঙ্গলিকী

অনীক আয়োজিত ২৬তম গঙ্গা–যমুনা নাট্যোৎসব

বিক্ষোভে–বিদ্রোহে প্রতিরোধে থিয়েটার

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে টানা ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩। তপন থিয়েটারে

বিগত ১৭ ডিসেম্বর থেকে টানা ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত গঙ্গা–যমুনা নাট্যোৎসব (২৬তম) শুরু হল অনীক এর আয়োজনে। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও তপন থিয়েটারে সরগরম হল অনীকের বহু প্রতিক্ষিত গঙ্গা যমুনা নাট্য উৎসবে। শুভ উদ্বোধন হল ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। দেবাশিস বাবু ও পঙ্কজ মুন্সীর উপস্থিতিতে। নিম্নে অনুষ্ঠান সূচির নির্ঘণ্ট সবিস্তারে দেওয়া হল। ১৭ ডিসেম্বর নাটক অনীক প্রযোজিত, অরূপ রায় নির্দেশিত নাটক 'হারিয়ে পাওয়া।' নাটককার রজত ঘোষ, অভিনয়ে অনীক এর সদস্যবৃন্দ।

১৮ ডিসেম্বর বছর কুড়ি পরে প্রযোজিত নাটক 'পাহাড় মানে কি' রচনা ও নির্দেশনা পৃথুনন্দন ঘোষ। ১৯ ডিসেম্বর নাটক 'পিবানদেল্লে ও পাপেটিয়ার।' নাট্যকার চন্দন সেন, নির্দেশনা অরূপ রায়। ২০ ডিসেম্বর নাটক 'আক্ষরিক'। নাটক ও নির্দেশনা দেবাশিস রায়। ২১ ডিসেম্বর নাটক 'রেহানে--- একনাম।প্রযোজনা গড়িয়া একত্রে নাট্যকার সুদীপ সরকার, নির্দেশনা ভাস্কর সান্যাল।

২২ডিসেম্বর নাটক ই.সি.টি.এ প্রযোজিত (নিউজার্সি) নাটক 'জন্মান্তর' নাটক ও নির্দেশনা সুদীপ্ত ভৌমিক। ২৩ ডিসেম্বর সন্ধে ৬টায় অগ্নিমিত্র (পুনে) প্রযোজিত 'আধার সীমানা। নাটক গৌতম রায়, নির্দেশনা চারুব্রত রায়। ২৩ ডিসেম্বর নাটক সাড়ে ৭টায় নাটক 'তিন বান্দর' প্রযোজনা রূপাঙ্গন ফাউন্ডেশন (মুম্বই)। নাটক ও নির্দেশনা শিবাজী সেনগুপ্ত। ২৪ ডিসেম্বর নাটক ৬টা নাটক 'জয় বাংলা'। প্রযোজনা ভূমি সূত থিয়েটার, নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনায় স্বপ্নদীপ সেনগুপ্ত। ২৫ ডিসেম্বর সন্ধে সাড়ে ৬টায় ঢাকা আরণ্যক প্রযোজিত নাটক 'রাঢ়াঙ।' নাট্যকার ও নির্দেশনায় মামুনুর রশীদ। অনীক এর এই গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব বর্তমানে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে তা এখন বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এতো বড় নাট্যোৎসব বাংলাদেশে আর হয় কিনা সন্দেহ। এটা বাংলাদেশের মানুষজনের কাছ থেকেই শোনা। প্রতিবছরই একটা নির্দিষ্ট সময়ে অনীক নাট্যদল বাংলাদেশে পাড়ি জমান। বাংলাদেশের প্রথিতযশা নাট্যদলগুলি এই উৎসবে সানন্দে যোগদান করেন। গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব বাংলাদেশে এতই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে যে বাংলাদেশের নাট্যদলগুলি তথা ওই দেশের নাট্যমোদি দর্শকবৃন্দ এই গঙ্গা যমুনা উৎসবের জন্য মুখিয়ে থাকেন। অনীক শুধু কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নাট্যদল নয় বাংলাদেশেও অনীকের জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য একদিনে হয়ে ওঠেনি। এরজন্য রয়েছে অনীক–এর অমানসিক পরিশ্রম উদ্যোগ এবং বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণে তৎপরতা, সেইসঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকল বাংলাদেশের জনগণকে আপন করে নেওয়া।

বাংলাদেশের জনগণও যেভাবে অনীক নাট্যদলকে আতিথেয়তা দেখান তা সবিশেষ প্রাণধানযোগ্য। অনীক ও তাদের আতিথেয়তায় একরকম মুগ্ধ। আমরা কলকাতার নাট্যপ্রেমী মানুষেরা অনীক এর কল্যাণেই বাংলাদেশের বিভিন্ন নাট্যদলের ভালো ভালো প্রযোজনাগুলি দেখার সুযোগ পাই।

প্রতিবছরই অনীক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসবকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বছরে চার পাঁচটা উৎসব তাঁরা করেই থাকেন। অনীক দল ও বিভিন্ন নাট্যদলের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে তাদের ভালো ভালো প্রযোজনা গুলি নিয়ে হাজির হন। এভাবেই দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে' কবির পরিকল্পনা মতোই অনীক তাদের কার্যধারা চালিয়ে যেতে যেন বদ্ধপরিকর। থিয়েটার নিয়ে তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ কার্যক্রম যে ভাবে তারা বাস্তবায়িত করে চলেছেন তাতে সমগ্র নাট্য সমাজেরও উপকার হচ্ছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এবং এইসব কার্যক্রমের জন্য অনীক দলের কোনো সদস্যকেই অহংকার করতে দেখিনি। আমার বিশ্বাস এটা ওরা ওদের দায়বদ্ধতা থেকেই করে থাকেন, ফলে অহংকার বা ওই জাতীয় কোনো কিছুর প্রশ্নই আসে না। অনেকদিন ধরেই অনীক এর বিভিন্ন কর্মসূচি, সফল উদ্যোগের সাথে আমি বিশেষ পরিচিত আছি এবং তাই অনীকের এই থিয়েটারের কল্যাণে সদর্থক ভূমিকার জন্য আমি তাদের কুর্নিশ জানাই। প্রায় ৩৩ থেকে ৩৪ বছর ধরে নাটকের সাথেই আছি বাকি জীবনটা এভাবেই হাসি কান্নায় কেটে যাবে আশা করছি। অনীক এভাবেই এগিয়ে চলুক। তাদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক, তাদের এই কর্ম সমুদ্রের মাঝে আমি শুধু কাঠ বিড়ালির ভূমিকাটা পালন করে যাবই যাব।

নাটকে বর্তমানে নানান সমস্যা আছে, সমস্যা থাকবে এবং সমস্যা নিয়েই এগোতে হবে। কারণ সমস্যা দুরনিরোধ্য হতে পারে কিন্তু অপ্রতিবোধ্য নয়। আসলে আমাদের হাতে আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা তো নেই যে ঘসা মারলেই একজন এসে সব সমস্যা ঠিক করে দেবেন। আসলে আমাদেরকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ, আর এ পথ একলা চলার নয়, তাই তোমার আমার সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সমাজ ধ্বংসের ধারাবাহিকতার প্রতিরোধি স্লোগান। এই নাট্যমঞ্চেই আমরা ছিন্ন করবো অন্যায়ের বেড়াজাল হিংসার বিষবাষ্প, তবেই একদিন ছিনিয়ে আনতে পারবো সোনালি সূর্যের সোনালি সকাল।

সিউড়ি উৎসব ২৫ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা সদর শহর সিউড়ি। সিউড়ি শহরে বড়ো কোনো অনুষ্ঠান হয় না বলে আক্ষেপ সিউড়িবাসীর। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী ২৫ ডিসেম্বর সিউড়ি পৌরসভার উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে সিউড়ি উৎসব। ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হবে এখানে। চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, সিউড়ি পৌরসভার উদ্যোগে ইরিগেশন কলোনি মাঠে এইবার প্রথম সিউড়ি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সিউড়ি পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলর সাহায্য করবেন। তাছাড়া আমার পরিচিত কয়েকজন সাহায্য করবে। এছাড়া জেলাশাসক, সভাধিপতিকে জানানো হয়েছে। স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হবে পাঁচ ঘন্টা ধরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ।

জোড়া গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ নভেম্বর নন্দন চত্বরস্থিত অবনীন্দ্র সভাগৃহে একই সঙ্গে দু'টি গ্রন্থের প্রকাশ ঘটল। কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গৌতম কুমার দাশে'র কাব্যগ্রন্থ 'নীলাভ স্বপ্ন' এবং ডা. দীপ্তি রায়ে'র প্রবন্ধ গ্রন্থ 'নারকীয় দেশভাগ ও আর্তনাদ'। 'গৌতম দীপ্তির হেমন্ত দুপুর' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ও লেখক ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক আরণ্যক বসু, প্রাক্তন আইপিএস আর.এন. সরকার, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। 'রঙ মিলান্তি' প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত এই দু'টি বই পাঠকমহলের বেশ কিছুটা প্রত্যাশা পুরণে সক্ষম হবে বলে জানান প্রকাশক রাকেশ শর্মা।

নবদ্বীপে ইতিহাস সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের উদ্যোগে ৩০ তম ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি সম্মেলন গত ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল। দুই দিনের এই সম্মেলনে মোট ২৪ জন গবেষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।এবারের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট–এর ড.দীপককুমার বড় পণ্ডা। তিনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন স্থানিক ইতিহাস তো সিলেবাসে থাকে না। তাই স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে আগ্রহী হয় না। সিলেবাসে না থাকলেও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে এসে ছাত্র–ছাত্রীদের সেই অঞ্চলের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। প্রথাগত গবেষক না হলেও বেশ কয়েক জন ক্ষেত্রসমীক্ষক মনের আনন্দে তাঁর এলাকার কোনো বিষয় নিয়ে বা কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়ে সেখানের ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি তুলে ধরতেও এখানে প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিভিন্ন অধিবেশন সঞ্চালন করেন কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বলাই চন্দ্র দাশ, গবেষক ড. শুভেন্দুকুমার সিদ্ধান্তএবং গবেষক সুব্রত পাল। এবছর ইতিহাস বিভাগে ডাক্তার হারাধন ঘটক স্মৃতি পুরস্কার পান গবেষক ডাঃ বিপ্লব পাল এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগে দার্শনিক অরুণ প্রসাদ সেন স্মৃতি পুরস্কার পান গবেষক তথাগত সেন। এই পুরস্কার গুলি বিগত বছরের সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ গুলির মধ্যে থেকে তিনটি বিভাগের বিচারকগণ নির্বাচন করেন। লোকসংস্কৃতি বিভাগে সুনীতি সেন স্মৃতি পুরস্কার এবছর কেউ পান নি।

৩০ তম সম্মেলনের মঞ্চ পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও এই সম্মেলন উপসমিতি দীর্ঘদিনের সভাপতি প্রয়াত সোমনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামে করা হয় এবং এই সম্মেলনের অন্যতম প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ইতিহাস বেত্তা যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়। এবার মূল প্রবন্ধ পাঠক ছিলেন রাখহরি শী। তিনি নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধক ও তাঁদের সাধনক্ষেত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। গুরুত্ববহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে এবার প্রবন্ধ পাঠ করেন সুব্রত পাল, বিধান বিশ্বাস, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর আচার্য, অভিষেক অধিকারী, ড.শুভেন্দুকুমার সিদ্ধান্ত, স্বপনকুমার ঠাকুর, তথাগত সেন প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন বলাই চন্দ্র মণ্ডল, গোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুব্রত দাস,ধানেশ্বর ঘোষ, ড. প্রসেনজিৎ সরকার, নির্ম্মলেন্দু পাল, সুশীলকুমার গুছাইত, লক্ষ্মীকান্ত পাল, অজয়কুমার ঘোষ, নীলাঞ্জনা সাহা,মঞ্জু আচার্য প্রমুখ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংস্কৃতিক কর্মী প্রদীপ্ত গোস্বামী। স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের অভ্যর্থনা উপসমিতির সভাপতি নির্মলকান্তি দেব। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি রামনারায়ণ ঘোষ, পরিষদের সভাপতি জীবনকানাই সাহা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব বলেন এই সম্মেলন পরিষদের সারাবছরের কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম। এখানে যেমন প্রতিষ্ঠিত গবেষকরাও প্রবন্ধ পাঠ করেন আবার অপ্রতিষ্ঠিত গবেষকরাও তাঁদের গবেষণা পত্র পাঠ করেন। তাঁদের গবেষণা প্রথাগত না হলেও অনেক প্রশ্ন সামনে তুলে ধরে, সেই সব প্রশ্ন সমাধান করলে স্থানীয় ইতিহাস সমৃদ্ধ হয় এতে কোনো সন্দেহই নেই। এই সব প্রবন্ধ গুলি নিয়েই পরিষদ পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে,এতে লিখিত আকারে সেই সাদামাটা তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ থেকে যায়। এই অনুষ্ঠানে বিগত বছরের প্রবন্ধ নিয়ে পত্রিকার ২২ তম সংখ্যা প্রকাশ পায়।

এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিশেষ আকর্ষণ ছিলো ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব নবদ্বীপ (প্যান)–এর দুদিন ব্যাপী স্থির চিত্র প্রদর্শনীটি।

শহিদ অনুরূপ মেলা ২০২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুড়ুল ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল মাঠে আগামী ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ শুরু হতে চলেছে শহিদ অনুরূপ মেলা ২০২৩। যার পরিচালনায় বুড়ুল পল্লী হিতৈষণী সমিতি। মেলার শুভ উদ্বোধন করবেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র পরিচালক রাজা সেন। এছাড়াও প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন চিত্র মঞ্চ অভিনেতা চন্দন সেন ও প্রাক্তন সাংসদ শমিক লাহিড়ী। এছাড়া থাকছে আবৃত্তি, সংগীত ও মাটির মডেল তৈরির প্রতিযোগিতা। থাকছে ম্যাজিক, লোকনৃত্য, নৃত্য ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। ৩১ ডিসেম্বর থাকবে যাত্রাপালা গঙ্গা তুমি ময়লা কেন। পরিবেশনায় প্রগতি সংঘ বুড়ুল হাট।

জয়নগর থানার উদ্যোগে রুপ অরুপ মঞ্চে শারদ শিরোপা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শনিবার জয়নগর থানার উদ্যোগে সেরা পুজোর শিরোপা ২০২৩ বিষয়ক অনুষ্ঠান হয়ে গেল জয়নগর রুপ অরুপ মঞ্চে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল সহ আরো অনেকে।এদিন জয়নগর থানা এলাকার ৫ টি পুজো কমিটির হাতে শারদ শিরোপা দেওয়ার পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম,বাল্য বিবাহ ও শিশু পাচারের উপর তথ্য চিএরে মধ্যে দিয়ে সাধারন মানুষকে সচেতন করা হয়।এই জাতীয় কোনো অপরাধ ঘটে থাকলে দ্রুত স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করার কথাও বলা হয়। বহু মানুষ এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মানব সংহতি দিবস উপলক্ষে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ বুধবার আন্তর্জাতিক মানব সংহতি দিবস। সারা পৃথিবী জুড়ে যে হানাহানি সন্ত্রাস সেখানে এই দিনের তাৎপর্যটাই ভিন্ন। এই দিনটির গুরুত্ব স্মরণে রেখে আকাশবাণী কলকাতার মৈত্রী চ্যানেলে ঐদিন সন্ধে ৬:২০ মিনিটে এক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ এবং বিশিষ্ট শিক্ষক বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়। আধ ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে মানব সংহতির নানাদিক দৃষ্টান্ত দিয়ে তুলে ধরলেন দুই বক্তা। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সাধনার উপর গুরুত্ব দিলেন তাঁরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পবিত্র বিশ্বাস।

আগামী সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ ডিসেম্বর রবিবার বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'আগামী সাহিত্য পত্রিকা' ২৩ বর্ষ প্রকাশনী অনুষ্ঠান। উক্ত সভায় আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক রামশঙ্কর মৃধা, বিদ্যানগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রদ্যুৎ মণ্ডল, 'বদ্বীপ বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক বেতার ও দূরদর্শনের প্রাক্তন সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ, সমাজসেবী ডাঃ তরুণ রায় ও আলিপুর বার্তার প্রবীণ সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী প্রমুখ। এছাড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু প্রথিতযশা কবি ও পত্রিকা সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনেক মহিলা কবিও ছিলেন। সমালোচনা, কবিতাপাঠ এবং মধ্যে মধ্যে নাচ–গানে অনুষ্ঠানটি চূড়ান্ত সফলতা লাভ করে। বক্তারা লিটল্ ম্যাগাজিনের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। সর্বোপরি আগামী সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিক নিশিকান্ত সামন্ত একক প্রচেষ্টায় প্রতিবছর এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করে আসছেন। সাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ না হলে নিজের কষ্টার্জিত পয়সায় এই ভাবে অনুষ্ঠান কেউ করতে পারে না। নিশিকান্তের জীবন ভাবনা ও বিশ্বাসের সঙ্গে জীবন যাপনের কোন ফাঁক নেই। যেটা আজকের সমাজে সব থেকে বেশি প্রয়োজন। কথাগুলি সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী বলেন। ডাঃ তরুণ রায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তৃতায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। কবি গীতিকার শৈলেন মাইতির দক্ষ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায়।

৯৫ বছরের যাত্রা শুরু রবিবাসরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত রবিবাসর দেখতে দেখতে ৯৫ বছরে পদার্পণ করল। ৯৫ বছরের পদার্পণের প্রথম অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ড. স্বস্তি মন্ডলের বাড়িতে। শুরুতে তিনি স্বাগত ভাষণ দিলেন। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করলেন অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস। সভাপতির পদে ছিলেন রবিবাসর এর সভ্য বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। কবিতায় অংশ নিলেন ড. কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, ড. কৃষ্ণপদ দাস। সংগীতে অংশ নিলেন ড. সুমিত্রা চৌধুরী, সুস্মিতা দাস, দীপান্বিতা সেন। বক্তব্য রাখলেন অশোক চৌধুরী, ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। বললেন শতবর্ষে পরিচালক অসিত সেনকে নিয়ে। সমগ্র অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন করলেন বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। সুন্দরভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনা করলেন রবিবাসর বর্তমান সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।

নওয়া পাড়া নীলকমল হাইস্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নাওয়া পাড়া নীলকমল হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রী সহ প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে ২৫ শেষ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিদ্যালয়ের বার্ষিক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণ সহ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াও স্কুলের পরিচালন কমিটির সদস্যরা । এই পূর্ণ মিলন ক্ষেত্রে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা পাঠ সহ থাকছে বিভিন্ন সংস্কৃতিক মুলক অনুষ্ঠান। বহু স্মৃতি বিজড়িত এই স্কুলে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রী, প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক পূর্ণমিলন ক্ষেত্রে পরিনত হবে। সুদীর্ঘ ৮৫ বছর পার করে ৮৬ বছরের স্কুলের এই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।

বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টস মীট

নিজস্ব প্রতিনিধি :গত ১৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ থানার অন্তর্গত বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিট অনুষ্ঠিত হল। কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এই মিটে বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। অভিভাবকরাও বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে বিবিআইটি চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, দুটো জিনিস অবশ্যই দিতে হবে এক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা। তারপর স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিকাশ চলে আসবে। আমাদের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান। বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্টের মাধ্যমে চেয়ারম্যানকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়।

সঞ্চিতা শিশু কিশোর উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৩ থেকে ৩০ ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে ৩২ তম সঞ্চিতা শিশু কিশোর উৎসব ও মেলা ২০২৪। আবৃত্তি সঙ্গীত নৃত্য বসে আঁকো বিতর্ক তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সহ একাধিক বিষয়ের প্রতিযোগিতায় ছাত্র–ছাত্রী যুবক–যুবতীরা অংশগ্রহণ করবে। এই শিশু কিশোর উৎসব মেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম মেলা হিসেবে ইতিমধ্যেই নজির সৃষ্টি করেছে। ৩০ ডিসেম্বর থাকছে রক্তদান শিবির। ওইদিন সন্ধ্যায় সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হবে যাত্রাপালা 'বৌমা তোমার পায়ে নমস্কার'। পরিচালনায় প্রদীপ দাস। মেলার কর্ণধার স্বপন কুমার রায় বলেন, আমাদের মেলায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। প্রতি বছরের মতো এ বছরও মেলাকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এই মেলা আশা করি এবারও সফল হবে।

রজত জয়ন্তীতে মহেশতলা গার্লস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ ডিসেম্বর মহেশতলার উৎপল দত্ত মঞ্চে স্থানীয় 'মহেশতলা স্কুল ফর গার্লসে্'র (প্রতিষ্ঠা : ১৯৯৮) রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সঞ্জয় বক্সি, স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা রুনু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষিকা অলোকা মাইতি, সুমনা মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণী নন্দী, ড.পল্লব কুমার দত্ত, সহেলী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না খান, বিধান অধিকারীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এদিনে নাচে, গানে, পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠানগুলি উৎসবটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলে।

রায়বাঘিনী রানী ভবশঙ্করী স্মৃতি মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী: হাওড়া : হাওড়া উদয়নারানপুরের গড়ভবানিপুর রায়বাঘিনী ভবশঙ্করী স্মৃতি পর্যটন কেন্দ্রে সগৌরবে শুরু হতে চলেছে ১১তম রায়বাঘিনী রানী ভবশঙ্করী স্মৃতি মেলা।এই মেলাটির সভাপতিত্বে রয়েছেন উদয়নারানপুর কেন্দ্রের বিধায়ক মাননীয় সমীর কুমার পাঁজা। মেলার আয়োজক রায়বাঘিনী রানী ভবশঙ্করী স্মৃতি রক্ষা কমিটি। এই মেলায় থাকবে সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা পাঠ, কবি সম্মেলন, নাটক, ছৌনাচ, যাত্রাপালা, চিকিৎসা শিবির, থালাসেমিয়া নির্নায়ক শিবির, আলপনা ও আঁকা প্রতিযোগিতা। এই মেলায় মনোহারী ছাড়াও বসবে খাবারের স্টল, দোলনা, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক এই রায়বাঘিনী রানী ভবশঙ্করী স্মৃতি মেলা এলাকার তথা এলাকার বাইরে এখন সকল মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। এই মেলা চলবে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

চিরাগ–এর বার্ষিক কবিতা পাঠের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সারাদিন ধরে পাণ্ডুয়া বিএড কলেজে চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার ত্রিশতম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রদীপ প্রজ্বলন এবং সঙ্গীত শিল্পী সূর্য সরকারের 'আগুনের পরশমণি' কণ্ঠ সঙ্গীতের মাধ্যমে। সম্পাদকীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন চিরাগ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শেখ নসরৎ আলি। ২৫০ বছর পরেও রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন ১৭৮৮ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে একটি বই লিখেছিলেন যা সেই সময় অসাধারণ।

৭৫ জন কবি সাহিত্যিক হাজির ছিলেন আসরে। প্রতিযোগিতায় ৫১ জন অংশগ্রহণ করেন। এবারে পশুপতি ঘোষাল স্মৃতি স্মারক পুরস্কার পান কোন্নগরের শ্যামল ভট্টাচার্য ও সুধা সাহিত্য স্মারক সম্মান পান চুঁচুড়ার পলাশ দত্ত। দ্বিতীয় পর্বে এদিন স্বরচিত, অপ্রকাশিত অনুগল্প ও কবিতা পাঠের আসরে সেরা হলেন শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি স্মারক প্রথম পুরস্কার প্রাপক অদিতি ঘটক। গল্পের নাম 'রোদ্দুর'। দ্বিতীয় উদয়ন চক্রবর্তী। তাঁর গল্পের নাম দত্তক। তৃতীয় মঙ্গল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর গল্প 'স্লট'। অন্যদিকে কবিতা পাঠে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি স্মারক কবিতায় প্রথম আশিস মিত্র ও তাঁর কবিতা একটা। দ্বিতীয় শম্পা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর শৈল্পিক ভালবাসা, তৃতীয় সুব্রত সিংহ ও তাঁর কবিতা সরীসৃপ সময়। গত দু'বছর ধরে কোভিড, লকডাউন, আইসোলেশনের মধ্যে মফস্বল শহর পাণ্ডুয়ায় ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসা করার জন্য এদিন সেই সমস্ত চিকিৎসকদের সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধিত হন ৯৭ বছরের বর্ষীয়ান ডাক্তার কালী গোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আনন্দময় ঘোষ, ডাঃ নৌশের সরকার, ডঃ দীপঙ্কর নন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক তপন ভট্টাচার্য ও বাদলচন্দ্র মণ্ডল।

আঁতস কাঁচে

নতুন ভাবনা

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিই লক্ষ্য। তাই বিদেশে থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারদেরও এবার জাতীয় দলে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। তেমনই ২৪ জন ফুটবলারের নাম বাছাই করা হয়েছে এবং তাঁদের রাজি করানোর চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তাতে খেলার গতি ও মান বাড়বে বলেই আশা ফেডারেশনের। তবে ব্যাপারটা সহজ নয়। কারণ, ভারতে দ্বি-নাগরিকত্ব আইন নেই। ফলে, রাজি করানো কঠিন কাজ। তবে ফেডারেশন একটা কমিটি গড়েছে। তাদেরকেই এই ২৪ ফুটবলারকে বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলের ড্র

মুম্বইয়ের একের পর এক আক্রমণ রুখে দিয়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করল ইস্টবেঙ্গল। শেষ দুই ম্যাচ ড্র হলেও তিন ম্যাচে ক্লিনশিট রাখল লাল হলুদ। মুম্বইয়ের সঙ্গে ড্র করে ৯ ম্যাচ খেলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে ৭ নম্বরে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, ৮ ম্যাচ খেলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ৪ নম্বরে মুম্বই সিটি এফসি।

মেয়েদের ইতিহাস

মেয়েদের টেস্ট। তাতে আড়াই দিনেই জয়ের হাসি ভারতীয় মেয়েদের। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বছর ২৫ আগের রেকর্ড ভেঙে দিলেন দীপ্তি শর্মা, হরমনপ্রীত কৌররা। মেয়েদের ক্রিকেটে ১৯৯৮ সালে কলম্বোতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২০৯ রানের ব্যবধানে জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। সেটাই ছিল এতদিন সর্বোচ্চ। এবার ভারত জিতল ৩৪৭ রানে। প্রথম ইনিংসে ৪২৮ রান করে ভারত। তাতে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে তোলে মাত্র ১৩৬ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে টিম ইন্ডিয়া ১৮৬ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে দেয়। জিততে হলে ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় ইনিংসে তুলতে হত ৪৭৯ রান। সেখানে ১৩১ রানেই অলআউট হয়ে যায় হেদার নাইটের দল। তাতে ইংল্যান্ডকে ৩৪৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে এক ম্যাচের সিরিজে অনায়াসে জয় পায় ভারতীয় মহিলা দল। দু'ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন দীপ্তি শর্মা।

চ্যাম্পিয়ন আরিয়াদহ

কলকাতা ফুটবল লিগের পঞ্চম ডিভিশন এ গ্রুপ ও বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ এর নাম ঘোষণা করা হল। পঞ্চম ডিভিশন গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন আরিয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাব ও রানার্স বেনীয়াপুকুর ইউনাইটেড ক্লাব। এছাড়া দুটি গ্রুপ থেকে আরও ৬টি দল এই ডিভিশন থেকে উন্নীত হয়ে আগামী বছর চতুর্থ ডিভিশনের খেলবে। এই দল গুলি হল পেয়ারাবাগান ফুটবল কোচিং সেন্টার, নিবেদিতা ক্লাব, বরাহনগর শিবশঙ্কর স্পোর্টিং ক্লাব, অরোরা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন, রাখী সংঘ, কেষ্টপুর ওল্ড ফ্রেন্ডস। পঞ্চম ডিভিশন বি গ্রুপেa চ্যাম্পিয়ন বেলেঘাটা বালকবৃন্দ ও রানার্স হেস্টিংস ফুটবল ক্লাব।

বিশ্বকাপের স্বপ্ন

২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ ৪৮ দলের বিশ্বকাপ হতে চলেছে। যার আয়োজক সৌদি আরব। যেখানে খেলা হবে ১০৪টি ম্যাচ। ভারত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এর মধ্যে অন্ততপক্ষে ১০টি ম্যাচ যাতে তারা আয়োজন করতে পারে। ৯ নভেম্বর এআইএফএফের এক্সিকিউটিভ কমিটির তরফে একটি মিটিং আয়োজন করা হয় যার ড্রাফট মাইনিউটিসে বলা হয়, 'সভাপতি হাউসকে জানিয়েছে যাতে করে ভারত ভাবনা চিন্তা করে,পরিকল্পনা করে ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক হতে পারে।'

স্টার্কের পিছনে বিশাল টাকা খরচ করে আদৌ কি শক্তিশালী হল কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল'এ বাণিজ্যের দিক থেকে কেকেআর দ্বিতীয় সেরা দল। আগে আছে শুধুমাত্র মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। চলতি বছরের এপ্রিল মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের সম্পদ ৮০৩ কোটি টাকার, আর কেকেআর-এর ৭৪০ কোটি টাকা। তারই প্রভাব পড়ল আইপিএল-এর নিলামে। ১০ জন ক্রিকেটারকে দলে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আরও ২ জন ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার সুযোগ ছিল। তবে নিলামের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দল গঠন করল না কেকেআর। আইপিএল-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দর পেলেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্ক। তাঁকে ২৪.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে দলে নিল কেকেআর। নিলামের শেষের দিকে আফগান পেসার মুজিবউর রহমানকে ২ কোটি টাকায় কিনেছে গম্ভীরের দল। মুজিবউরের পাশাপাশি বেস প্রাইস ৫০ লাখে চেতন সাকারিয়াকে দলে নিয়েছে নাইটরা। শেরফান রাদারফোর্ড ১.৫ কোটি দিয়ে কিনেছে কলকাতার দলটি। এছাড়া ইংরেজ ক্রিকেটার গাস অ্যাটকিনসনকে ১ কোটি টাকার বিনিময়ে তুলেছে কেকেআর। এছাড়া নিলামে কে এস ভরত, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, রমনদীপ সিং, মণীশ পাণ্ডে, ও শাকিব হুসেনকে দলে নেয় কেকেআর। ২০২৪ সালের আইপিএল-এ কেকেআরের অন্যতম ভরসা রিঙ্কু। ২০২৩ সালের আইপিএল-এ কেকেআর প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও, দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান রিঙ্কু। তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ভালো পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন। ফলে ২০২৪ সালের আইপিএলে কেকেআর-এর অন্যতম ভরসা রিঙ্কু। তাঁকে অবশ্য ৫৫ লাখ টাকাতেই খেলতে হবে। চোটের জন্য ২০২৩ সালের আইপিএল-এ খেলতে পারেননি কেকেআরের অধিনায়ক শ্রেয়স। তাঁর পরিবর্তে অধিনায়কত্ব করেন নীতীশ। তবে ২০২৪ সালের আইপিএল-এ অধিনায়ক পদে ফেরানো হয়েছে শ্রেয়সকে। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে নীতীশকে। শ্রেয়স যদি ফিটনেস ধরে রাখতে পারেন, তাহলে তিনি দলের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠবেন। নীতীশও ভালো পারফরম্যান্স দেখানোর লক্ষ্যে।

দুবাইয়ে কোটি টাকার নিলামে ব্রাত্য বঙ্গব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েক বছরে ভারতীয় দলে বাংলার ক্রিকেটারদের এখন দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হত। মহম্মদ শামি ছাড়া আর কোনও বঙ্গ প্রতিনিধিকে সেভাবে পাওয়া যেত না। বর্তমানে শামির সঙ্গে যোগ হয়েছেন মুকেশ কুমার। ২০২৩ সাল আইপিএলে ভালো খেলে জাতীয় দলে দরজা খোলে মুকেশের জন্য। এবারও নিলামে নাম থাকা বাংলার ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রত্যাশার পারদ ছিল তুঙ্গে। কিন্তু দিনের শেষে বাংলার খাতায় শূন্য।

বাংলা থেকে নিলামে নাম লিখিয়েছিলেন ঈশান পোড়েল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুদীপ ঘরামি, শশাঙ্ক সিংহ, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ কাইফ, কৌশিক মাইতি, শাকির গান্ধী ও রবি কুমার। যদিও বাংলার তালিকায় থাকলেও শশাঙ্ক সিং বাংলা দলের ক্রিকেটার নন। তবে শশাঙ্ক দল পেয়েছেন, তাঁকে ২০ লক্ষ টাকা বেস প্রাইসে দলে নিয়েছে পঞ্জাব কিংস। কিন্তু বাংলার কোনও ক্রিকেটারের ভাগ্যে দল জুটল না।

অথচ নিলামের টেবিলে ছিলেন কলকাতার দুই প্রতিনিধি। দিল্লি দলের পক্ষ থেকে নিলামে অংশ নেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্যদিকে লখনউ দলের মালিক কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বাংলার ক্রিকেটারদের জন্য দর হাঁকালেন না কেউই। কলকাতায় বাঙালি ক্রিকেটাররা কয়েক বছর আগে থেকেই ব্রাত্য হয়েছেন, মনে করা হয়েছিল তরুণ উইকেটরক্ষক গাব্বীকে দলে নিয়ে সেই বদনাম ঘোচাবে কেকেআর। কিন্তু কোথায় কী। একজন বাঙালি ক্রিকেটারের জন্যও মুখ খুললেন না ভেঙ্কি মাইসোর, গৌতম গম্ভীররা। ফলে একরাশ হতাশাই উপহার পেলেন বাংলার ক্রিকেটাররা। বাংলার কয়েকজন ক্রিকেটারকে অবশ্য ধরে রেখেছে আইপিএলের দলগুলি। তাঁরা প্রথম একাদশে নিয়মিত সুযোগ পান। যেমন, মহম্মদ শামি, অভিষেক পোড়েল, আকাশদীপ, শাহবাজ আহমেদ, মুকেশ কুমার। বাঙালি আছেন ঋদ্ধিমান সাহা। এবার কিন্তু নিলাম বাংলার জন্য একেবারেই হতাশাজনক হল।

দ্রোণাচার্য হলেন জয়ন্ত পুশিলাল

বাংলার শামি থেকে বঙ্গকন্যা ঐহিকা এবার অর্জুন

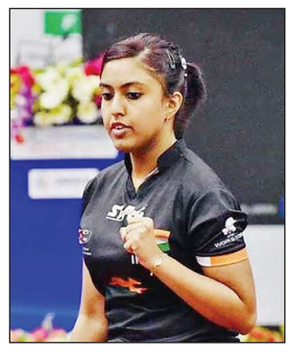

নিজস্ব প্রতিনিধি: অর্জুন পুরস্কারে থাকছে এবার বাংলার দুই উজ্জ্বল মুখ। বাংলার মহম্মদ শামি ও বাঙালি মেয়ে ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, দু'জনের হাতেই উঠবে এই পুরস্কার। ৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এই পুরস্কার। ভারতীয় ক্রিকেটে যেমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছেন শামি, তেমনই টেবিল টেনিসে সাফল্য আনছেন ঐহিকা। বিশ্বকাপে মহম্মদ শামি মাত্র ৭ ম্যাচ খেলে তুলে নিয়েছিলেন ২৪ উইকেট। এরপর বিসিসিআই তাঁর নাম প্রস্তাব করে। অন্যদিকে, ঐহিকা এশিয়ান গেমস টিটিতে সুতীর্থাকে সঙ্গী করে ডাবলসে প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে ব্রোঞ্জ জয় করেন। এছাড়া বাংলার ইক্যুয়েস্ট্রিয়ানে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী আয়ুষ আগরওয়ালও পাচ্ছেন অর্জুন পুরস্কার। সবমিলিয়ে ২৬ জন এবার অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন। বাংলার খেলাধুলোয় এর আগে দ্রোণাচার্য সম্মান পেয়েছিলেন সৈয়দ নইমুদ্দিন, কুন্তল রায়। সেই তালিকায় এবার যোগ হল টেবিল টেনিসের কোচ জয়ন্ত পুশিলালের নাম।

আর খেলরত্ন পাচ্ছেন এবার ভারতীয় টেনিসের দুই সোনার ছেলে সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন

চিরাগ শেট্টি ও সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি (ব্যাডমিন্টন)।

অর্জুন পুরস্কার

ওজাস প্রবীণ দেওতালে ও অদিতি গোপীচাঁদ স্বামী (তিরন্দাজি), মুরলী শ্রীশঙ্কর ও পারুল চৌধুরী (অ্যাথলেটিক্স), মহম্মদ হুসামুদ্দিন (বক্সিং), আর বৈশালী (দাবা), মহম্মদ শামি (ক্রিকেট), অনুষ আগরওয়াল (ইক্যুয়েস্ট্রিয়ান), দিব্যকৃতী সিং (ইক্যুয়েস্ট্রিয়ান ড্রেসেজ), দীক্ষা ডাগর (গল্ফ), কৃষাণ বাহাদুর পাঠক (হকি), সুশীলা চানু (হকি), পবন কুমার (কবাডি), ঋতু নেগি (কবাডি), নাসরিন (খো-খো), পিঙ্কি (লন বোলস), ঈশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর (শ্যুটিং), এষা সিং (শ্যুটিং), হরিন্দর পাল সিং সান্ধু (স্কোয়াশ), ঐহিকা মুখোপাধ্যায় (টেবিল টেনিস), সুনীল কুমার (কুস্তি), অন্তিম (কুস্তি), নাওরেম রোশিবীণা দেবী (উসু), শীতল দেবী (প্যারা তিরন্দাজি), ইলুরি অজয় কুমার রেড্ডি (ব্লাইন্ড ক্রিকেট), প্রাচী যাদব (প্যারা ক্যানোয়িং)।

দ্রোণাচার্য পুরস্কার

রেগুলার বিভাগে : ললিত কুমার (কুস্তি), আরবি রমেশ (দাবা), মহাবীর প্রসাদ সাইনি (প্যারা অ্যাথলেটিক্স), শিবেন্দ্র সিং (হকি), গণেশ প্রভাকর দেবরুখকর (মল্লখম্ব)।

লাইফ টাইম বিভাগে: জসকির সিং গ্রেওয়াল (গল্ফ), ভাস্করণ ই (কবাডি), জয়ন্ত কুমার পুশিলাল (টেবিল টেনিস)।

ধ্যানচাঁদ পুরস্কার

লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট : মঞ্জুষা কানওয়ার (ব্যাডমিন্টন), বিনীত কুমার শর্মা (হকি), কবিতা সেলভারাজ (কবাডি)।

বছরের শুরুতেই মুখোমুখি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলিঙ্গ সুপার কাপের একই গ্রুপে রয়েছে কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। অর্থাৎ, জানুয়ারিতে ওড়িশায় কলকাতা ডার্বি দেখতে চলেছেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা। সুপার কাপের 'এ' গ্রুপে কলকাতার দুই আইএসএল দল ছাড়াও থাকছে আইএসএলের আরও এক দল হায়দরাবাদ এফসি ও আইলিগের একটি দল। আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে বলে আগেই জানিয়েছে ফেডারেশন। গতবার আইএসএলের ১১টি দলই সুপার কাপে অংশ নিয়েছিল। সঙ্গে পাঁচটি আই লিগের ক্লাবও অংশ নেয় এই টুর্নামেন্টে। এবারও আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ১২টি ক্লাবই এই টুর্নামেন্টে খেলবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আই লিগের ক্লাবগুলিকেও। এরা হল গোকুলাম কেরালা এফসি, শ্রীনিধি ডেকান এফসি, শিলং লাজং এফসি, ইন্টার কাশী ও রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আইলিগে এদের মধ্যে যে তিনটি দল লিগ টেবলে ওপরের দিকে থাকবে, সেই তিনটি দল সরাসরি সুপার কাপে অংশ নেবে। যে দল সেই ম্যাচে জিতবে, সেই দল আইলিগের চতুর্থ দল নতুন বছরের প্রথম টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। চারটি গ্রুপে দলগুলিকে ভাগ করা হবে। প্রতি গ্রুপে থাকবে তিনটি আইএসএলে খেলা দল ও একটি আই লিগের দল। গ্রুপ পর্বে একে অপরের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলার পর প্রতি গ্রুপের সেরা চারটি দল উঠবে সেমিফাইনালে। দুটি সেমিফাইনালের পর ফাইনাল হবে ২৮ জানুয়ারি। সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন দল এএফসি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ প্রাথমিক পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। এ গ্রুপে কলকাতার দুই প্রধান, হায়দরাবাদ এফসি ও আইলিগের এক নম্বর দল যেমন থাকবে, তেমনই 'বি' গ্রুপে খেলবে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, জামশেদপুর এফসি ও আই লিগের দ্বিতীয় সেরা দল। 'সি' গ্রুপে মুম্বই সিটি এফসি, চেন্নাইন এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও আই লিগের তৃতীয় সেরা দল খেলবে এবং 'ডি' গ্রুপে এফসি গোয়া, ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি ও প্লে অফে জিতে যোগ্যতা অর্জন করা আই লিগের চতুর্থ সেরা দল অংশ নেবে। ওই সময় যেহেতু কাতারে এএফসি এশিয়ান কাপে ভারতীয় দল অংশ নেবে, তাই আইএসএল ওই সময় স্থগিত থাকবে। ভারতীয় দলের হয়ে যারা কাতারে খেলবেন, তাঁদের ছাড়াই দল নামাবে আইএসএলের দলগুলি। তবে তারকাহীন হলেও এই শীতে বছরের প্রথম ও মরশুমের তৃতীয় কলকাতা ডার্বির পারদ চড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। কবে হবে এই ম্যাচ, তা এখনও ঘোষণা করেনি ফেডারেশন।

২০ বছর পর ফের জমজমাট ফুটবলে মাতল যজ্ঞেশ্বরডিহি

দেবাশিস রায় : ২০ বছর পর ফের জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্টে মাতল যজ্ঞেশ্বরডিহি জনপদ। পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রান্তিক ব্লক মঙ্গলকোটের যজ্ঞেশ্বরডিহি গ্রামের সুবিশাল ফুটবল ময়দানে তিনদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য সূচনা হল ১৭ ডিসেম্বর রবিবার। খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোটের বিডিও অনামিত্র সোম সহ স্থানীয় কৈচর পুলিশ ফাঁড়ির একাধিক কর্তা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যজ্ঞেশ্বরডিহি যুব সম্প্রদায় পরিচালিত এবারের নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টটি দুই বর্ধমান জেলার মোট চারটি টিমের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন পর্বের খেলায় দুর্গাপুর সুকন্যা একাদশ ৪-০ গোলের ব্যবধানে এসিসি স্পোর্টিং ক্লাব ননগরকে পরাজিত করে। চূড়ান্ত পর্বের খেলাটি নতুন বছর ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন দশক আগে যজ্ঞেশ্বরডিহি গ্রামেরই অশোক স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় সর্বপ্রথম এধরনের ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হয়েছিল।

তখনকার দিনে প্রত্যন্ত এলাকায় আর্থিকভাবে কোণঠাসা ক্লাবগুলোর পক্ষে এধরনের ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা একপ্রকার চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল। মনেপ্রাণে ফুটবল পাগল সেই ক্লাবগুলো বাৎসরিক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজনকে ঘিরে বুঁদ হয়ে থাকত। সেই উদ্যমের মধ্যেও আজ থেকে ২০ বছর আগে যজ্ঞেশ্বরডিহি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্টটির আয়োজন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে, নতুন উদ্যমে এবারে ফের ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যজ্ঞেশ্বরডিহির বাসিন্দারা। গ্রামের ক্লাবগুলিকে একত্রিত করে গড়ে ওঠা 'যজ্ঞেশ্বরডিহি যুব সম্প্রদায়'-এর পরিচালনায় তিন দিনব্যাপী এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় রয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মেঝিয়ারী শ্রীদুর্গা শ'মিল একাদশ, এসিসি স্পোর্টিং ক্লাব ননগর এবং পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর সুকন্যা একাদশ ও অল ইন্ডিয়া আদিবাসী আকাদেমি দুর্গাপুর। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি অরূপ রায়চৌধুরী বলেন, গ্রামে অনেক আগে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হত। তবে, বিভিন্ন কারণে সেই টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের ফুটবল খেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে ২০ বছর পর এলাকার যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে ফের টুর্নামেন্টের আয়োজন। যজ্ঞেশ্বরডিহি গ্রামের বাসিন্দা ননীচূড়া ঘোষ বলেন, গ্রামের মাটিতে ২০ বছর পর আবার ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন ঘিরে সকলেই যে মেতে উঠেছে তা প্রথম দিন খেলার মাঠের ভিড়টাই প্রমাণ করে দিয়েছে।

ফুটবল প্রেমী দর্শকদের ইচ্ছা পূরণ করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল প্রেমী দর্শকদের অনুরোধ রাখলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। ফুটবল প্রেমী দর্শকদের অনুরোধে দিনের পরিবর্তে দিন-রাত ফুটবল টুর্ণামেন্ট করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন পরেশরাম। আগামী ২৩ ডিসেম্বর ৮ দলের এক ফুটবল টুর্ণামেন্ট শুরু হবে, খেলা চলবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এমন ফুটবল টুর্ণামেন্ট প্রসঙ্গে বিধায়ক জানিয়েছেন, 'ক্যানিংয়ের বুকে এমন বৃহত্তম ফুটবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে করে আমরা গর্বিত। দিনের আলোয় খেলার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল।অগণিত ফুটবল প্রেমী দর্শকের অনুরোধে দিন-রাত করতে হয়েছে। এছাড়াও আগামীদিনে এই মাঠে যাতে আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট করা যায় সেই ব্যবস্থা করবো।'

শীতের সকালে রেড রোডে কলকাতা ম্যারাথন জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কে ম্যারাথনে এলিট রেসে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ড্যানিয়েল সিমিউ ইবেনয়ো। ১:১১:১৩ মিনিটে শেষ করে ইভেন্ট রেকর্ড করেন কেনিয়ার দৌড়বিদ। মেয়েদের এলিট রেসে ইভেন্ট রেকর্ড সুতুমে আসেফা কেবেদের। ১:১৮:৪৭ মিনিটে শেষ করেন ইথিওপিয়ার অ্যাথলিট। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের জন্য বিশ্বরেকর্ড হাতছাড়া হওয়ার আবেগে ভাসেন ইবেনয়ো। ২৫ কে তে ১:১১:১৮ মিনিটে শেষ করে রেকর্ডের অধিকারী কেনিয়ার ডেনিস কিমেত্তো। এদিন একটুর জন্য তাঁর রেকর্ড ভাঙতে পারলেন না ইবেনয়ো। যার আফশোসে চোখের জল আটকাতে পারেননি। এবছর বুদাপেস্ট ওয়ার্ল্ডস এবং ওয়ার্ল্ড হাফ ম্যারাথন চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। ১৫ কে অতিক্রম করার পর বাকি ৪৩.১ মিনিট এগিয়ে ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা ভিক্টর কিপরুতো তোগম একটা সময় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চালালেও গতি বাড়িয়ে ১৯ কের পর তাঁকে মাত দেন ইবেনয়ো। ১:১২:২৬ মিনিটে শেষ করেন তোগম। তৃতীয় স্থানে শেষ করেন ইথিওপিয়ার টেসফায়ে ডেমেকে (১:১৩:৩৬)। মেয়েদের এলিট রেসে হাফ ম্যারাথন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ জয়ী এবং এবারের ম্যারাথনের ফেভারিট ইয়ালেমজেরফ ইয়েহুয়ালোকে পেছনে ফেলে ইভেন্ট রেকর্ড করেন সুতুমে আসেফা কেবেদে।

এর আগে বিশ্বমঞ্চে সেইভাবে কোনও সাফল্য ছিল না ইথিওপিয়ান অ্যাথলিটের। দ্বিতীয় ২৫ কেতে নেমেই বাজিমাত। একটা সময় পর্যন্ত একই গতিতে একসঙ্গে এগোচ্ছিলেন দু'জন। শেষ কিলোমিটারে গতি বাড়িয়ে বাকিদের পেছনে ফেলেন কেবেদে। ১:১৯:২৬ মিনিটে শেষ করে দ্বিতীয় হন ইয়ালেমজেরফ। তৃতীয় বেটি চেপকেমোই কিবেট। কেনিয়ার দৌড়বিদ ১:২১:৪৩ তে শেষ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে এলিট পুরুষদের বিভাগে একনম্বরে শেষ করেন সাওয়ান বারওয়াল। তাঁর টাইমিং ১:১৭:৪৯। মেয়েদের মধ্যে এই নজির গড়েন রেশমা কেভাতে। ১:৩০:৩৮ মিনিটে শেষ করেন তিনি।

সঞ্জীবের বডি বিল্ডিংয়ে সম্ভাবনীয় সাফল্য একটি চাকরি প্রয়োজন

মলয় সুর, হুগলি : জেদটাই সম্বল, কঠোর অনুশীলন আর একনিষ্ঠতায় ভর করে কীভাবে আর্থিক অনটনের বেড়া টপকে সাফল্য আনা যায় সেটাই দেখিয়ে দিয়েছেন হুগলির শ্রীরামপুর সবুজ সংঘের ব্যায়াম ক্লাবের সঞ্জীব দাস। গত ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্জাবের লুধিয়ানাতে আইবিবিএফ সিনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া বডি বল্ডিং প্রতিযোগিতায় ৬০ কেজি বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। সেখানে সে নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার পান ২০১৭ সালে অন্ধ্র প্রদেশে ৬০ কেজি গ্রুপে তৃতীয় পজিশন হয়ে ব্রোঞ্চ পদক অর্জন করেন। ডাল, ভাত কখনো বা শাক-ভাত খেয়েই সঞ্জীব দাবিয়ে বেড়াচ্ছেন এ জেলা থেকে ও জেলা এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য। খালি হাতে ফিরতে শেখেনি।

সঞ্জীব বলেন, পরিশ্রমের ফল আমি পেয়েছি সব জায়গা থেকেই। পেয়েছি অগণিত মানুষের ভালবাসা। আর রয়েছে তাঁর জেদি চরিত্র। আর তা না হলে ছেলেদের সাধারণ খেলাগুলো বাদ দিয়ে কেন বেছে নেবেন শক্তির খেলা। সঞ্জীব শুরু করেছিলেন ২০০৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর শ্রীরামপুর সবুজসংঘ ক্লাবে হাতে খড়ি হয়। তখন তাঁর প্রশিক্ষক ছিলেন দীপক ঘোষ। এরপর ২০০৭ সালে দীপকের তত্ত্বাবধানে শেওড়াফুলি নোনাডাঙ্গাতে জিম-এ আরও উন্নত শরীর চর্চার জন্য ভর্তি হন। বাড়িতে বাবা বিশ্বনাথ দাস, মা নিভা এবং স্ত্রী প্রিয়া তাঁকে প্রেরণা উৎসাহ যোগান। সঞ্জীবের বাড়ি শ্রীরামপুর চাতরা দাসপাড়া। এলাকায় শীতলা মন্দিরের কাছে। বর্তমানে সে সাউথ ইস্টার্ন রেলের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বডি বিল্ডার জগৎ জ্যোতি চক্রবর্তীর কাছে তালিম নিচ্ছেন। সে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দুবার দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় ৬০ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেন। চলতি বছরের নভেম্বর মাসে বেলেঘাটা মুসলিম ইন্সটিটিউটে বেঙ্গল বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়ন হয়। আগামী ২০২৪-এ নতুন বছরের জানুয়ারির ১৯, ২০ ও ২১ বরাহনগর প্রগতি সংঘ ময়দানে হ্যাবিট স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল-এর কর্ণধার তথা সম্পাদক জয়ন্ত গুহ পরিচালনায় বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ব্রান্ড অ্যামবাসডার নির্বাচিত হয়েছেন। ৩৫ বছরের সঞ্জীবের এই মুহূর্তে একটি চাকরি প্রয়োজন। তাঁকে প্রচুর খরচ নিজেকেই চালাতে হয়। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। কারণ প্রচার নেই, নেই কোন সাধারণ মানুষের ভালোবাসা, নম্র, সভ্য বিনয়ী সঞ্জীবের লক্ষ্যই হল বডি বিল্ডিং বা শরীর চর্চা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। একটু একটু করে দেহ সৌষ্ঠবের প্রতিটি সোপান যেভাবে উঠে এসেছে তাতে মনে হচ্ছে বডি বিল্ডিংয়ে সঞ্জীবের ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com